পাতালপুরী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার
৫৪-১, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১
দাম—পাঁচ সিকে

প্রিণ্টার—শ্রীমহেশ চন্দ্র পাত্র
'অবসর প্রেস'
৩৪, কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং সেই জন্যই ভাব প্রকাশের এই বেগবান শক্তিশালী উপাদানটিকে রসসৃষ্টির কাজে লাগাইবার আগ্রহে 'পাতালপুরী'র চিত্র-নাট্য লিখিয়াছিলাম।

কিন্তু ভয় হয়, এই-সব অসভ্য বর্ব্বর বনচারী অনার্য্য সাঁওতালের দল,—কয়লা-খাদের পাতালগহ্বরে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে যাহারা জীবন পাত করিয়া আমাদের চুল্লীতে ইঞ্জিনে জ্বালানী জোগায়, প্রহরীবেষ্টিত চিত্রপুরীর তোরণদ্বার অতিক্রম করিবার অনুমতি তাহারা পাইবে কি-না কে জানে!

সে যাই হোক্, 'পাতালপুরী' চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত যদি কোনোদিন হয় ত' তাহার ভাল-মন্দের বিচার তখন আপনারাই করিবেন, সম্প্রতি তাহার গল্পাংশটুকুমাত্র আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলিয়া দিলাম। চলচ্চিত্রের জন্য ইহার যে-রূপ আমি পরিকল্পনা করিয়াছি, ইহাতে তাহার শতাংশের একাংশও পাইবেন কি-না সন্দেহ, তথাপি এই গল্পের নায়িকা টুম্‌নিকে যদি আপনার এতটুকুও ভাল লাগে ত' ছবির টুম্‌নিকে ভাল আপনার লাগিবেই। হতভাগী নাচিয়াছে, গাহিয়াছে, হাসিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে, আবার শেষে এমন কান্না কাঁদিয়াছে যে, আপনাকেও না কাঁদাইয়া ছাড়িবে না।

ইহাই আমার দম্ভ, আমার অহঙ্কার, আমার বিশ্বাস।

৫২, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

টকি-বায়োস্কোপের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে সাঁওতালী একটি গল্পের চিত্র-নাট্য (Scenario) আমাকে রচনা করিতে হয়। 'পাতালপুরী' তাহারই ভাষান্তরিত রূপ। গল্পাংশের কঙ্কাল বলিলেও চলে

চলচ্চিত্র আর গল্প-উপন্যাস, এ দুইএরই লক্ষ্য এক, শুধু প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। একজনের বাহন ছবি, আর-একজনের বাহন ভাষা।

ছবি দিয়াই হোক্, আর ভাষা দিয়াই হোক্, রসসৃষ্টি করা বড় সহজ কথা নয়। গল্প-লেখক ভাষা দিয়া ছবি ফোটান্, আর চিত্র-নাট্যকারকে ছবির মুখে ভাষা দিতে হয়। আবার শুধু তাহাই নয়, গল্পের চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত এবং গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করিতে হইলে ভাষার যেমন একটি বেগবান গতি এবং সুমধুর বিশিষ্ট ভঙ্গীর প্রয়োজন, ছবির বেলাও ঠিক্ তাই।

আসল কথা, রসপিপাসু পাঠক এবং দর্শকচিত্তে রস পরিবেশনের ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, প্রাণে মনে তাঁহাদের দরদী শিল্পী না হইলে চলে না।

অথচ বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের কারবারী যাঁহারা, মাত্র দু'-একজন ছাড়া এ-সব কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। কিম্বা হয়ত' ভাবিয়াও কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়াও ভাষা দিয়া যে-রস আমি সৃষ্টি করিতে পারি নাই, চলচ্চিত্রাভিনয়ের এতটুকু ইঙ্গিতে তাহাই সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীমান ষষ্ঠীকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু—

পাতালপুরী

ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়ের নীচে শালমহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট একটি সাঁওতালদেব গ্রাম। গ্রাম বলিলে ভুল বলা হয়। কয়েকঘর সাঁওতালের বস্তি। ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এখানে ওখানে কয়েকটি মুর্গী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, হৃষ্টপুষ্ট কয়েকটি কুকুর গাছের তলায় শুইয়া আছে।

অদূরে একটা মহুয়া গাছের নীচে দড়ির একটি খাটিয়া বিছাইয়া সেই খাটিয়ার উপর হাতে কাগজ-পেন্সিল লইয়া বসিয়া আছে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, আর তাহাকে ঘিরিয়া সেই গাছের তলায় সাঁওতালদের প্রকাণ্ড একটি মজ্‌লিস বসিয়াছে। বুড়াবুড়ী যুবক-যুবতী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—নানা বয়সের সাঁওতাল নীচের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

বাঙালী ভদ্রলোকটি বলিল, 'নে ওঠ্‌ বাপু, আর দেরি করিস্‌ নি, যে-যে যাবি—বল্‌। মুংরা আবার গেল কোথায়?'

সমবেত সাঁওতালদের মধ্যে বৃদ্ধ-গোছের একটি লোক বলিয়া উঠিল, 'দাঁড়া না! আসছে—আসছে। কই দে-দেখি তুর ওই ইয়ে আর-একটুকু!'

ভদ্রলোক ঈষৎ হাসিল। হাসিয়া তাহার পায়ের কাছে নামানো বিলাতী হুইস্কীর দুইটা খালি বোতল তুলিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, 'দুটো ত শেষ করেছিস, এইবার আর-একটা—' বলিয়া এবার সে একটা নূতন বোতল খুলিতে খুলিতে বলিল, 'জল আছে ত?'

বুড়া সর্দ্দার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না জল চাই না. তুই এম্‌নি দে।'

নূতন বোতল খুলিয়া জল না দিয়াই সর্দ্দারের বাটিতে মদ ঢালিতে ঢালিতে ভদ্রলোক বলিল, 'এই রকম মদ তোরা ওখানে গেলে রোজ খাবি। যত খুশী তত খাবি। সেখানে সুখ কত! এখানে তোরা পেট ভরে দুবেলা খেতে পাস্ না, ভাল ভাল কাপড়-জামা পরতে পাস্ না, ধুৎ-তেরি, এখানে আবার মানুষে থাকে কখনও!'

এই বলিয়া বোতলটা তুলিয়া ধরিয়া ভদ্রলোক বলিল, 'আর কে কে খাবি বল্!'

চারিদিক হইতে কোলাহল উঠিল:

—আমি।

—আমি।

—আমি।

—আমি।

খাইবার জন্য সকলেই হাত বাড়াইয়া আমি আমি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

লোকটি প্রত্যেককে মদ খাওয়াইয়া পকেট হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া প্রত্যেকের হাতে দিয়া বলিল, 'খা। ছাখ্ কেমন মজার জিনিস! শালপাতার চুটি খেয়ে খেয়ে এখানে তোদের জীবন যায়। ওখানে গেলে এইরকম সাদা সাদা সিগ্রেট তোরা রোজ খেতে পাবি'

সকলেরই তখন নেশা ধরিয়াছে। একজন টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এই রকম মদ রোজ খেতে পাব?'

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ।'

'এই রকম সাদা চুটি?'

'নিশ্চয়। আরও কত পাবি।'

লোকটা আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'লেখ্ আমার নাম! আমি যাব, আর আমার বৌ যাবেক্।'

তাহার দেখাদেখি আর-একজন উঠিল। বলিল, 'আমি যাব।'

একটা মেয়ে বলিল, 'আমি যাব।'

এমনি করিয়া একজন একজন করিয়া অনেকেই উঠিয়া আসিয়া নাম লিখাইল।

ছোট একটি মেয়ের হাত ধরিয়া একটি ছেলে আগাইয়া আসিল। ছেলেটি অত্যন্ত কুৎসিত। বলিল, 'আমি আর আমার এই বোন্—মুনিয়া।'

ভদ্রলোক তাহাদের দু'জনের মুখের পানে তাকাইল। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'বল্ নাম!'

ছেলেটি তখন তাহার একটি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, 'কিন্তুক্ আমি কাণা, আমি ভাল দেখতে পাই না।'

'না, কাণাখোঁড়া সেখানে চলবে না। ভাগ্!' বলিয়া সে হাত দিয়া সজোরে তাহাদের এমনভাবে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল যে, ছেলেটি তাহার বোনের হাত ধরিয়া হুম্ড়ি খাইয়া আর-একজনের ঘাড়ে গিয়া পড়িল।

তীর-ধনুক হাতে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ একজন সাঁওতাল-ছোক্‌রা ভিড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এত লোকজনের ভিড়ের হেতুটা কি তখনও বোধকরি সে বুঝিতে পারে নাই। পাশের একটি লোকের কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেই লোকটা বলিল, 'আমরা কয়লাকুঠিতে চললাম।'

ছোক্‌রাটি তখন ভিড় ঠেলিয়া সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়া বলিল, 'বাবু, আমি যাব।'

ভদ্রলোক মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'এই যে মুংরা, আয়! তুই ত' যাবিই।'

এই বলিয়া খাতায় সে তাহার নাম লিখিতে যাইতেছিল, মুংরা বলিল, 'আমি আর—'

বলিয়াই সে একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'না, আমি একাই।'

হারাধন চকোত্তির আনন্দ যেন আর ধরে না! আমডুবি কয়লা-কুঠির হারধন একজন বেশ নাম-করা 'রিক্রুটার'। এমনি করিয়া খাদে খাটাইবার জন্য কুলি-কামিন সংগ্রহ করাই তাহার কাজ। বৎসরের ঠিক এই সময়টায় বনচারী এই-সব সাঁওতালদের ঘরে অন্ন থাকে না, জমির উৎপন্ন ফসল্ ফুরাইয়া যায়, বনের পাখী, বনের কাঠবিড়ালী মারিয়া দিন চালায়।

আমাদের হারাধন তাহা জানে। এবং জানে বলিয়াই বছরের ঠিক এই সময়টায় সে এই-সব সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের টাকা দাদন্ দেয়, জামা

দেয়, কাপড় দেয়, শীতের জন্য গরম বস্ত্র দেয়, ভাল ভাল মদ খাওয়ায়, ভাল ভাল সিগারেট খাওয়ায়,—কত রকমের কত প্রলোভন দেখাইয়া সরল বিশ্বাসী সত্যাশ্রয়ী কর্ম্মঠ বলবান এই সব সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের ঘর-ছাড়া করিয়া কয়লা-কুঠিতে কাজ করাইবার জন্য খাদের দেশে লইয়া গিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে।

কত ছলাকলা যে তাহাকে অবলম্বন করিতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কখনও বলে সে পুলিশের লোক, হ্যাট্‌কোট পরিয়া সাহেব সাজিয়া কোথাও-বা কয়লা-কুঠির বড়সাহেব বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়। সরল-বিশ্বাসী মাটির মানুষ এই সব সাঁওতালেরা তাহাই বিশ্বাস করে।

এবারও সে তেমনি করিয়া পুরুষে নারীতে প্রায় জন-তিরিশেক্ লোককে ভুলাইল। যত শীঘ্র পারে তাহাদের একবার কয়লা-কুঠিতে লইয়া গিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচে!

তাহার পরের দিনই হারাধন সেখানের ডেরা উঠাইল। ভেঁড়ার পালের মত নিরীহ এই সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের তাকাইয়া লইয়া চলিল রেল-ষ্টেশনের দিকে। কোনো রকমে টিকিট করিয়া একবার ট্রেণে চড়াইতে পারিলেই আর চিন্তা নাই।

পাতাল্‌পুরী

অনেকখানা পথ হাঁটিয়া গিয়া ট্রেণ ধরিতে হয়। দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রে পথ চলা দায়। তাই তাহারা রাত্রেই বাহির হইল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। শরতের স্নিগ্ধ নির্ম্মল আকাশ। জোৎস্নার আলোয় চারিদিক ঠিক দিনের মতই পরিষ্কার।

পথের দু'পাশে শাল-মহুয়ার গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহুদূর পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখে কতদূরে কোথায় গিয়া মিশিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নীল নির্ম্মেঘ আকাশে শুভ্র সুন্দর জোৎস্নার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। আর সেই জোৎস্নালোকিত পথের উপর দিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া আবাল্য-পরিচিত তাহাদের ওই দূরবিলম্বিত পর্ব্বতশ্রেণী, দিগন্তবিস্তৃত নীলাঞ্জনবর্ণ বন-রেখা, পর্ব্বতগাত্রে সুনির্ম্মল পানীয়ের অফুরন্ত উৎস, তাহাদের গ্রাম, তাহাদের পল্লী, তাহাদের 'হাটিয়া', তাহাদের উৎসব, তাহাদের আনন্দ—সব কিছু হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কিসের প্রলোভনে যে এতগুলি প্রাণী মনের আনন্দে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহারাই জানে।

মুংরা মাঝি প্রথমে আসিতে চায় নাই। শেষে সে যে আপনা হইতেই কেন আসিয়া তাহার নাম লিখাইল কে জানে।

হারাধনের অবশ্য ইচ্ছা ছিল—সে আসুক্। কারণ মুংরার মত জোয়ান সচরাচর দেখা যায় না। এত এত সাঁওতাল লইয়া হারাধনের কারবার, এত মানুষ ত' সে দেখিয়াছে, কিন্তু মুংরার মত এমন সুশ্রী সুন্দর অথচ বলিষ্ঠ দেহ সে কখনও দেখে নাই। মনে হয় কালো কষ্টি-পাথর কুঁদিয়া আপাদমস্তক তাহার এই সুগঠিত সুঠাম দেহটি যেন কোনও সুনিপুণ ভাস্কর নিজের হাতে মনের মত করিয়া সযত্নে তৈরী করিয়াছে। যেমন চওড়া বুকের ছাতি, তেম্‌নি নিখুঁত তাহার সারা দেহের গড়ন! মাথায় কৃষ্ণকুঞ্চিত বাব্‌রি চুলের গুচ্ছ কাঁধের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, গলায় লাল কাঁটির মালা, তীরধনুক ত' তাহার সব সময়ের সঙ্গী! গ্রামে থাকিতে দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময় মুংরা তাহার 'কাঁড়-বাঁশ' লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পাখী শিকার করিয়া বেড়াইত। একদিন এমনি কয়েকটা তিতির পাখীর পিছনে ধাওয়া করিয়া একাকী সে দিক্‌চিহ্নহীন গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে। তিতিরের আশা ছাড়িয়া দিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল, হঠাৎ দেখে একটা চিতা বাঘ তাহাকে দেখিয়াই হুঙ্কার দিয়া আগাইয়া আসিতেছে। এত হাতের কাছে এত ভাল শিকার সে অনেকদিন পায় নাই। আনন্দে মুংরার বুকখানা যেন আরও খানিকটা ফুলিয়া উঠিল। বিষ-কাঁড়্ তাহার সঙ্গেই

ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বিষ-কাঁড়টি সে ধনুকে লাগাইয়া প্রাণ-পণে ছিলা টানিয়া—দিল তাহার দিকে ছাড়িয়া! বনের বাঘ তীর খাইয়া লাফাইয়া মুংরাকে ধরিতে গেল। বাস, যেই লাফানো আর তৎক্ষণাৎ কাৎ হইয়া পড়া! বিষের ক্রিয়া তখন তাহার রক্তে আরম্ভ হইয়া গেছে। পিছনের পা দুইটা টান্ করিয়া একবার এ-পাশ ফিরিয়া একবার ও-পাশ ফিরিয়া গোঙাইতে গোঙাইতে বার-কতক দাঁত বাহির করিয়াই শেষ!

সে তীর-ধনুক হাতে তাহার আজও রহিয়াছে।

বিষ-কাঁড়!···

হ্যাঁ, বিষ-কাঁড় আছে বই-কি! কিন্তু বিষ-কাঁড়ের কথা সহজে কাহাকেও বলিতে নাই। মোটা হাবড়্-দেওয়া তীরের মার সহ্য করাই দায়, বিষ-কাঁড় ত' দূরের কথা!

কিন্তু মুংরা পথ চলিতেছিল ধীর মন্থর গতিতে—সকলের পশ্চাতে। মুখখানি তাহার কিসের যেন চিন্তায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে।

হারাধন ডাকিল, 'মুংরা!'

'উঁ।'

'কি ভাবছিস কি? ওরকম করে' পথ চলছিস যে?'

মুংরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না কিছু না। চল্।'

হারাধন কিন্তু তাহাকে সহজে ছাড়িল না। তাহার কাছে গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল, 'বল্ না মুংরা, কি তোর হয়েছে বল্ না!'

'কই কিছুই ত' হয়নি।' বলিয়া মুংরা তাহার মুখের পানে একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইল।

হারাধন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমি জানি মুংরা।'

মুংরাও হাসিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি জানিস কই বল্ দেখি!'

হারাধন চুপি-চুপি বলিল, 'টুম্‌নি ত?'

মুংরা ঘাড নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ, তুই জানিস্ তাহ'লে।'

এই বলিয়া নীরবে দু'জনে পথ চলিতে চলিতে মুংরা বলিল, 'টুম্‌নি কে জানিস?—আমাদের সর্দ্দারের মেয়ে।'

হারাধন বলিল, 'হুঁ।'

মুংরা বলিতে লাগিল, 'সর্দ্দার ওর মেয়েটার বোধহয় বিয়ে দিতে চায় না। তা আমি টুম্‌নিকে কত করে' বুঝাই, বলি—তোর বাপ্ যখন আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় না তখন তুই কেনে আমার পিছু পিছু ঘুরিস্ বল্ ত? কতদিন টুম্‌নিকে আমি শাসন করেছি তার জন্যে, কিন্তুক্ টুম্‌নি কিছুতেই শোনে না। শোনবার মেয়ে সে নয়। বেশি শাসন করলে আবার ভয় হয়—টুম্‌নি যেরকম মেয়ে…তুই দেখেচিস্ তাকে?'

হারাধন বলিল, 'এঁকবার যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব ছেলেমানুষ, না? বয়েস ত' বেশি নয়। দেখতে বেশ চমৎকার, না? চোখ দুটো কিন্তু ছোট...'

অদূরে একটা গাছের আড়ালে নারীকণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া কে যেন হাসিয়া উঠিল।

— ২ —

হাসি শুনিয়া অবাক্ হইয়া মুংরা থমকিয়া দাঁড়াইল, এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'কি রকম হলো?'

হারাধন বলিল, 'কে যেন হাসলে না?'

মুংরা বলিল, 'হ্যাঁ, ঠিক যেন আমাদের টুম্‌নির গলার আওয়াজ বলে মনে হলো।'

হারাধন বলিল, 'টুম্‌নি ত' আমাদের সঙ্গে আসেনি! তোদের গাঁ থেকেও ত' আমরা অনেক দূর চলে এসেছি!'

মুংরা অন্যমনস্কের মত বলিল, 'হুঁ।'

'যাক্‌গে, চল্ ও কিছু না।' বলিয়া মুংরার পিঠের উপর হারাধন একটা চড় মারিয়া বলিল, 'চল্। ওরা হয়ত' অনেক দূর এগিয়ে গেল।'

দুজনেই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

আবার সেই পুরাণো কথার জের টানিয়া হারাধন বলিল, 'টুম্‌নির চোখদুটো ছোট ছোট, না?'

ওদিকে আবার সেই খিল্ খিল্ হাসি!

এবার যেন আরও কাছে।

মুংরা আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল না। তাড়াতাড়ি সেই হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া পথের পাশে গাছপালার সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হারাধন ডাকিল, 'মুংরা!'

মুংরাকে দেখিতে পাওয়া গেল না কিন্তু সেই বৃক্ষলতাদির অন্তরাল হইতে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'টুম্নি! টুম্নি!'

আবার সেই হাসির শব্দ! শব্দটা যেন ছুটিয়া ছুটিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

মুংরা বলিল, 'তুমি এগোও ঠাকুর, আমি আসছি।'

'মাইরি আর-কি! আমি এগোই আর তুমি পালাও।'

এই বলিয়া সেও তাহার পিছু-পিছু জঙ্গলে গিয়া ঢুকিল। মুংরাকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। জঙ্গলে ঢুকিয়াই দেখিল, টুম্নি হাসিতে হাসিতে ছোট ছোট শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে একবার থামিতেছে একবার ছুটিতেছে আর মুংরা ডাকিতেছে—'আয় তুই আমি কিচ্ছু বলব না, আয়!'

বলিয়াই পিছন ফিরিতেই দেখে, হারাধন পিছু লইয়াছে। মুংরা হারাধনের কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'তুই এগো

ঠাকুর, আমি বলছি তুই এগোই চল্। আমাদের দু'জনের টিকিট করগে যা।'

হারাধন থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দেখিস্! আস্‌বি ত' ঠিক?'

মুংরা আগাইয়া চলিতে চলিতে একবার পিছন ফিরিয়া বলিল, 'আমরা সাঁওতাল ঠাকুর, এক বাপের ব্যাটা। আমরা যা বলি তাই করি।'

বলিয়াই আর সে দাঁড়াইল না। হাসিতে হাসিতে টুমনির দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'সাপে যদি কামড়ায় টুম্‌নি, ত' মরবি এইখানে। আমার কি। আমি তোকে ফেলে দিয়ে চলে যাব।'

টুমনি সাপের ভয়ে সত্যই দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল,—'যাঃ, হুঁঃ! সাপ রইছে না আরও-কিছু! হ্যাঁ—সাপ ...'

মুখে এই সব বলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সাপের নাম শুনিয়া আর সে আগাইতেও পারিল না।

মুংরা আগাইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, 'কেন এলি টুমনি, কেন তুই এই এতটা রাস্তা ছুটে ছুটে এলি বল্‌ত? ছিঃ। আমি এত করে' বলে এলাম। এত বারণ করলাম...'

টুম্‌নি বলিল, 'আমি যাব তোর সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে সেই কয়লার খাদে? আমি যে মাল-কাটা কুলির কাজ করতে যাচ্ছি টুমনি!'

'আমিও সেই কাজ করব।'

'কেন কর্‌বি? তোর অভাব কি? তুর বাপ্‌ আমাদের গাঁয়ের সর্দ্দার। তার খেত্‌ আছে, খামার আছে, তুই ছাড়া তার আর কেউ নাই, তুই কেন যাবি বল্‌ ত? কিসের দুঃখে?'

টুমনি বলিল, 'অত-সব জানি না মুংরা, আমি যাব। আমি যাব।—চল্‌ ওরা অনেক দূর চলে গেল—চল্‌।'

বলিয়া সে তাহার হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে আবার তাহাদের কথা সুরু হইল।

মুংরা বলিল, 'তুই যাস্‌ না টুমনি, আমার সঙ্গে গেলে তুর বাবা তোর মুখ দেখবেক্‌ নাই। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে ত'—'

বলিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া টুমনির মুখের পানে তাকাইল। টুমনিও হাসিল, সেও হাসিল।

'তবু যাবি?'

'হাঁ যাব।'

'কি সুখে যাবি?'

'শুনবি?'

'হুঁ শুনব।'

'না আর শুনে কাজ নাই।'

'না—তুই বল্।'

'বলব ?'

'হুঁ বল্।'

'তুর সুখে।' বলিয়াই সে হাসিয়া উঠিল।

'আমার সুখ তোর বেরোবে সেইখানে যেঁয়ে। বিয়া তুখে আমি করব নাই দেখিস্।'

'বিয়া না করলি ত' আমার বয়েই গেল।'

'তবে আর আমার সঙ্গে নাই-বা গেলি!'

টুমনি রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'আমি যাব। আমার খুশী।'

'গেলেই হ'লো কি না! আমি যেতে দিব নাই। কই যা দেখি!' বলিয়া মুংরা তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

টুমনি তখন ধীরে-ধীরে একটা গাছের তলায় নিজেও বসিল, মুংরাকেও বসাইল। তাহার পর মুংরার মুখের পানে একবার সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, 'এখানে একা-একা থেকে আমি কি করব বল্!—না—না, এখানে থাকতে আমি পারব না—পারব না।'

বলিতে বলিতে বাষ্পাকুল কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। মুংরার হাত দুইটা টানিয়া আনিয়া তাহারই উপর মাথা রাখিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মুংরা বলিল, 'ছিঃ, কাঁদে না টুম্‌নি, চুপ কর্। আমি আবার আসব, আবার আমাদের দেখা হবে।'

'তখন আর আমাকে দেখতে পাবি না, আমি মরে' যাব।' বলিয়া সে ধীরে-ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'তোর সঙ্গে যেতে যদি আমি না পাই মুংরা, তাহ'লে এই শেষ! ঘরে আমি আর ফিরব নাই, এই বনে বনে ঘুরে বেড়াব, কাঁদব, খাব নাই, সাপে কাম্‌ড়াবেক, বাঘে খাবেক,—মরে যাব, বাস্, তাহ'লেই তুই সুখে থাকবি। আমি চললাম।'

এই বলিয়া সত্য-সত্যই সে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, মুংরা তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

—'যাস্ না টুমনি। শোন্।'

'কি?'

'বোস্।'

'না বসব নাই, তুই বল্।'

মুংরা একবার আকাশের পানে তাকাইল, একবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চল্! চল্ তবে তোকে নিয়েই লা ভাসালাম এই মাঝ-দরিয়ায়, যা হয় হবে।'

টুমনির মুখে হাসি ফুটিল, বলিল, 'চল্।'

তাহারা দু'জনে জঙ্গল ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া নামিল। আগেকার সঙ্গীরা তখন বহুদূরে চলিয়া গেছে। এইবার জঙ্গল ছাড়িয়া লাল কাঁকরের পাকা শড়ক্—প্রকাণ্ড একটা ডাঙ্গার উপর দিয়া সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া সোজা রেল-ষ্টেশনে চলিয়া গেছে। নিস্তব্ধ রাত্রি। আশ-পাশের গ্রামে কুকুর ডাকিতেছে, আর মাথার উপর আকাশে চাঁদ জাগিতেছে।

টুম্‌নি ভাবে নাই যে, সে তাহার দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী বুড়া বাপের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এম্‌নি মনের আনন্দে আজ মুংরার সঙ্গে যাইতে পাইবে। মন যাহা চাহিয়াছে, চিরকাল সে তাহাই করিয়া আসিয়াছে, আজই-বা তাহা সে করিবে না কেন? মুংরাকে সে ভালবাসে—সত্যই ভালবাসে।

আনন্দের আবেগে পূর্ণযৌবন-গরবিণী টুম্‌নি যেন নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। মুংরার হাতে ধরিয়া চলিতে লাগিল যেন নাচিয়া নাচিয়া। গুন গুন করিয়া গান গায় আর হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।

'এত হাসছিস্ কেন বল্ ত টুম্‌নি?'

'খুব মদ খেয়েছি আজ।'

'তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কিছু বুঝিসনি, ছাই বুঝেছিস্। আমার মনের দুঃখু_তুই কিছু বুঝিস না।'

'বুঝি টুম্‌নি, সত্যি বুঝি।'

টুম্‌নি থমকিয়া দাঁড়াইল। হাত বাড়াইয়া মুংরার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল :

'বুঝিস্? বল্—সত্যি বুঝিস্ মুংরা?'

'বুঝি।' বলিয়া মুংরাও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে-ধীরে একটি চুম্বন করিল।

চুম্বন তখনও তাহাদের শেষ হয় নাই, এমন সময় দূরে মনে হইল যেন ট্রেণের শব্দ! মুংরা বলিল, 'ওই রে! গাড়ী-এসে গেল। ছুট্, ছুট্!'

টুম্‌নি বলিল, 'আমি ত' সারাপথ ছুটেই এসেছি।'

'তাহ'লেও ছুটতে হবেক টুম্‌নি। আমি ওদের কথা দিয়েছি।'

ওদিকে গাড়ীও আগাইতেছে ষ্টেশনের দিকে, ইহারাও ছুটিতেছে প্রাণপণে। ছুটিতে ছুটিতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা ষ্টেশনেও পৌঁছিল, গাড়ীও ধরিল। ষ্টেশনের কাছাকাছি খানিকটা পথ টুমনিকে মুংরা তাহার দুইহাত দিয়া বুকে করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিল। এই লইয়া গাড়ীতে চড়িয়াও তাহাদের হাসি যেন আর থামিতেই চায় না!

— ৩ —

যাইহোক্, যেমন করিয়াই হোক্, তুম্কার কাছাকাছি তাহাদের ছোট সেই গ্রামখানি হইতে তাহারা আসিয়া পৌঁছিল রাণীগঞ্জের একটি কয়লাকুঠির কুলি-ধাওড়ায়। বড় ষ্টেশন হইতে গাড়ী বদল করিয়া আবার একটা ছোট লাইনে যাইতে হয়। ট্রেণে চড়ার আনন্দ টুমনির এখনও মনে আছে! ট্রেণে চড়া জীবনে তাহার এই প্রথম।

গ্রামে ছিল তাহাদের শান্ত স্নিগ্ধ কেমন যেন একটি সুনির্ম্মল সুগম্ভীর প্রশান্তি, কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিল সে-সবের কিছুই নাই। বড় বড় লোহা আর ইস্পাত, কল আর কারখানা! এদিকে সাইডিং লাইনে হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ চলিতেছে, ওদিকে ইঞ্জিন-ঘরে 'সিটি' বাজিতেছে, কয়লা-বোঝাই টবগাড়ীগুলি 'চানকে'র মুখ হইতে ডিপো পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতেছে, এদিকে হাট, এদিকে বাজার, এদিকে কুলি-লাইন, ওদিকে মদের ভাটি,—চারিদিকে লোকজনের ব্যস্ততার আর অন্ত নাই।

পাতালপুরী

কয়লার বাজার তখন খুব জোর চলিতেছে। মাড়োয়ারী ভাটিয়া ব্যবসাদারদের মোটরগাড়ীর আনাগোনার দায়ে সদর রাস্তায় চলে কা'র সাধ্য! এদিকে কুঠির উপরে যখন এই অবস্থা, খাদের নীচে তখন সে এক মহামারী কাণ্ড!

আমডুবি অনেক কালের পুবানো কুঠি। ইহার উহার হাত বদল হইতে হইতে এখন সেটা একজন ধনী মাড়োয়ারীর হাতে আসিয়াছে।

একনম্বর পিট্‌টা আগুন লাগিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে বলিয়া একনম্বরের কাজ একেবারে বন্ধ। পাশাপাশি তিন চার নম্বরে 'পিলার-ব্লাসটিং' (pillar blasting) চলিতেছে। মাটির নীচেব সমস্ত কয়লাটা কোনোরকমে তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এক নম্বরের আগুন ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে সে আব অগ্রসর হইতে না পায় সেদিকে তাহাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। তিন চার নম্বর খাদের পশ্চিম দিকটায় ক্রমাগত দেওয়ালের পর দেওয়াল তোলা হইতেছে। কিন্তু খাদের আগুন একেবারে নিবাইয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। হঠাৎ কোথা হইতে কেমন করিয়া না জানি আগুনের তোড়্ আসে, প্রথমে এত কষ্ট করিয়া গাঁথা দেওয়ালের গায়ে একটুখানি মাত্র ফুটা দেখা দেয়, ফুটার পথে একটু-একটু ধোঁয়া বাহির হইতে থাকে, কখনও ধোঁয়া, কখনও-বা বিষাক্ত গ্যাসে

জায়গাটা ভরিয়া যায়, অসীম সাহসী সাঁওতাল কুলিদের পয়সার লোভ দেখাইয়া আহ্বান করা হয়, নেশার ঝোঁকে মরীয়া হইয়া জীবনমরণ তুচ্ছ করিয়া দম বন্ধ করিয়া সেই প্রাণান্ত-কারী বিষাক্ত ধোঁয়ার ভিতর ছুটিয়া গিয়া তাহাদেরই মধ্যে যে-কেহ একজন মাটির তাল দিয়া ফুটা বন্ধ করিয়া আসে। আবার দিন-কতক পরে আর-এক জায়গায় ফুটা হয়, সেবার হয়ত আর বন্ধ করিবার পথ থাকে না, দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড ফাটল্ দেখা দেয়, এবং সেই ফাটলের মুখে হু হু করিয়া গরম জলের স্রোত আসিয়া পড়ে, সর্ব্বভুক্ অগ্নিদেবতার রক্তবর্ণ লেলিহান্ জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া সাপের মত আগাইয়া আসে। আবার খাদের নীচে চুণ সুর্কি ইঁট বালি আর কাদা নামিতে থাকে, আবার খানিক দূরে দেওয়াল গাঁথা সুরু হইয়া যায়।

ওদিকে ম্যানেজারে মনিবে ঝগড়া বাধিবার উপক্রম। ম্যানে-জার খাদ বন্ধ করিয়া দিতে বলে, মনিব হাসিয়া বলে, 'পাগল! অনেক টাকা দিয়ে খাদ কিনেছি। এখনও আমার আসলের সুদ পোষায় নি। খাদ ছেড়ে যখন দেবো, কয়লার এতটুকু গুঁড়ো পর্য্যন্ত এখানে রাখব না।'

চারিদিক হইতে কুলি আনিবার জন্য লোক পাঠানো হয়। আরও চাই! আরও চাই! আরও চাই!

গাঁইতি দিয়া কাঁথির পর কাঁথি কাটিবার আর সময় নাই। ডিনামাইট্ দিয়া বড় বড় কয়লার থাম্ ফুটাইয়া একসঙ্গে গাড়ী গাড়ী কয়লা চাই! খাদের নীচে দিবারাত্রি ডিনামাইটের শব্দ হইতে থাকে, কয়লায় কয়লায় ডিপো বোঝাই হইয়া ওঠে, মালিকের সিন্দুকে হাজারে হাজারে টাকা আসিয়া জড়ো হয়।

প্রাণের ভয়ে ম্যানেজার তাহাদের চাকরি ছাড়িয়া দিল। আর একজন নূতন ম্যানেজার আসিতে না আসিতে এলো-পাথাড়ি যত খুশী কয়লা তুলিয়া লইতে হইবে। ইহাই মালিকের হুকুম। উপরের মাটি নীচে ধ্বসিয়া পড়িবে, চারি-দিকে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিবে, মানুষের বাস এখান হইতে চিরদিনের মত ঘুচিয়া যাইবে,—তা যাক্! খাদের মালিকের এত-সব দেখিতে গেলে চলে না,—তাঁহার চাই টাকা।

ঠিক এই সময় আসিল আমাদের মুংরা আর টুম্‌নি!

— ৪ —

হারাধন যাহা বলিয়া তাহাদের লইয়া আসিল, এখানে আসিয়া দেখিল তাহার কিছুই নাই। কোথায় সে হুইস্কি আর কোথায় সে সিগারেট, কোথায় জামা, আর কোথায় কাপড়!.

মুংরাদের গ্রাম হইতে যাহারা আসিয়াছিল, মুংরা তাহাদের সঙ্গে থাকিল না। চার নম্বর কুলি-লাইনটার নাম 'সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়া'। সেই ধাওড়ার একখানি ভাল ঘরে মুংরা ও টুম্‌নি দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

সকালে ইঞ্জিন-ঘরের সিটি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মুংরাকে খাদের মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, মুংরা খাটিতে যায় খাদের নীচে, আর টুম্‌নি থাকে খাদের উপরে।

সেদিন অমনি সাইডিং-লাইনে অনেকগুলা গাড়ী লাগিয়াছে। গাড়ীগুলা বোঝাই দিতে হইবে। মাথায় ঝুড়ি লইয়া টুম্‌নি মাল-গাড়ীতে কয়লা তুলিতেছিল। একা টুম্‌নি নয়, আরও অনেক মেয়েই সেখানে ছিল।

সেদিন সে বিলাসী বলিয়া বাউরিদের একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব করিল। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী। এত সুন্দরী আর এমন চমৎকার গড়ন যে, টুম্‌নিকেও হার মানায়।

টুম্‌নি কয়লা তুলিতে পারিতেছিল না। কেমন করিয়াই বা পারিবে! এ-কাজে সে নূতন ব্রতী। তাহার কাজ দেখিয়া বিলাসী হাসিতে লাগিল। এই হাসির সূত্র ধরিয়াই তাহার সঙ্গে টুম্‌নির প্রথম পরিচয়।

'হাসছিস্ যে?'

'হাসব না? এই কি কয়লা তোলা হচ্ছে নাকি?'

'আমি যদি না পারি ত' তোর কি?'

'না পারিস্ ত' ওই ঠিকেদার-মিন্‌ষে দেখিয়ে দেবে। ডেকে দেবো?'

অদূরে একজন দাড়িওলা লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কাজ দেখিতেছিল। বিলাসী তাহারই দিকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল।

টুম্‌নি বলিল, 'আ-মর! ওকে কেন ডাকতে হবে, তুই দেখিয়ে দে না!'

বিলাসী বলিল, 'যা তুই ওই বোয়ান্-ঝোপের তলায় চুপ করে' বোস্। বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নে।'

'যদি বকে?'

'তুই বোস্ ত'! তারপর বকে ত' আমি দেখে নেবো।'

বলিয়া বিলাসী তাহাকে একরকম জোর করিয়াই বসাইয়া দিল।

ঠিকাদার চীৎকার করিয়া উঠিল,—'এই! ওখানে কে বসে আছিস? ওঠ্, ওঠ্, নইলে হাজরি কেটে নেবো।'

বিলাসী ইচ্ছা করিয়াই হেলিতে দুলিতে হাতে ফাঁকা ঝুড়িটা লইয়া সেই ঠিকাদার-লোকটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া কটাক্ষ হানিয়া বলিল, 'কার হাজরি্ কাটবে গো বাবু-সাহেব?'

ঠিকাদার-বাবু হাসিয়া বলিল, 'তোকে কে বলছে, তুই আপনার কাজ কর্‌গে না।'

'কাকে বলছ তবে?'

'ওই যে ওই মেয়েটা বসলো ওইখানে!'

বিলাসী হাসিয়া বলিল, 'কেটো হাজরি, তারপর তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!'

'ও বুঝি তোর লোক?'

'হ্যাগো হ্যাঁ, আমার লোক।'

এই বলিয়া টুম্‌নিকে বাঁচাইয়া দিয়া বিলাসী তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

'তোর বর কোথা কাজ করে?'

'কে?'

'বর—বর।'

'বর' মানে টুম্‌নি জানে না। হাঁ করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

বিলাসী তাহার কানে-কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া 'বর' কথাটার মানে বুঝাইয়া দিল।

টুম্‌নি হাসিতে হাসিতে বলিল, 'খাদে।'

'সর্ব্বনাশ! খাদে যে চাল-ঝাড়াই চল্‌ছে।'

'সে আবার কি?'

বিলাসী বলিল, 'তুই বুঝি নতুন লোক?'

ঘাড় নাড়িয়া টুম্‌নি বলিল, 'হুঁ।'

বিলাসী বলিল, 'খাদে নামতে এখন দিস্‌ না। রোজ একটা করে' লোক মরে। ভারি খারাপ খাদ।'

টুমনির সত্যই ভয় হইয়া গেল। বলিল, 'সত্যি ভাই? কই তা ত' জানি না। তাহ'লে বলব।'

বিলাসী বলিল, 'হ্যাঁ বলিস্‌। আর নইলে আমিও বলতে পারি। আজ আমি যাব তোর সঙ্গে। কোথায় থাকিস্‌?'

আঙুল বাড়াইয়া টুম্‌নি বলিল, 'ওইখানে, ওই 'সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ায়।'

এমনি করিয়া একদিনেই পরিচয় তাহাদের এত ঘনিষ্ঠ হইয়া গেল যে, কাজ শেষ হইলে গুদামে ঝুড়ি জমা দিয়া

হাজ্‌রির পয়সা লইয়া টুম্‌নির সঙ্গে বিলাসীও তাহাদের সিদ্ধেশ্বরী-ধাওড়ায় গিয়া হাজির হইল।

মুংরা আসিল সন্ধ্যার কিছু আগেই। আসিয়াই দেখিল বিলাসীকে। বিলাসী তখন টুম্‌নির সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। একটুখানি অবাক্ হইযা কেমন যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুংরা একবার বিলাসীর মুখের পানে তাকাইল। বিলাসীর রূপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইবারই কথা। কিন্তু কোনও কথাই সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না।

বিলাসী একবার টুম্‌নির মুখের পানে তাকাইয়া চোখের ইসারায় কি যেন জিজ্ঞাসা করিল।

টুম্‌নিও ঘাড় নড়িয়া চোখ টিপিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

অর্থাৎ এই তাহার স্বামী।

মুংরা টুম্‌নির কাছে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মদ এনেছিস্?'

টুম্‌নি বলিল, 'না।'

'কেনে?'

'বিলাসীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে চলে এলাম। মদ আজ তুই আন্‌গে যা।'

'যাই। দে ভাঁড়টা দে।'

ভাঁড়টা দিতে গিয়া টুম্‌নি বলিল, 'বিলাসী তোকে বারণ

করছে খাদের নীচে খাটতে যেতে। বলছে—খাদে নাকি রোজ মানুষ মরে।'

মুংরা ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'খাট্‌ব না ত' খাব কি ?'

'খাদের উপরে খাটতে বলছে।'

'বেশ তাই হবেক্।' বলিয়া হাসিয়া কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া মুংরা ভাঁড় হাতে লইয়া মদ আনিতে যাইতেছিল, বিলাসী বলিল, 'চল তবে আমিও যাই। রাত হয়ে গেল। বাগান-ধাওড়ার কাছ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গেলেই চলবে।'

এই বলিয়া সে মুংরার সঙ্গে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া টুম্‌নির কাছে বিদায় লইয়া বলিল, 'কাল আবার খাট্‌তে যাবি, দেখা হবে।'

টুম্‌নি হাসিতে হাসিতে তাহার পিছু-পিছু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। মুংরা আর বিলাসী ধাওড়া পার হইয়া গিয়া কুঠিপাড়ার রাস্তা ধরিল। মুংরা আগে আগে, বিলাসী পিছু পিছু। অন্ধকারে বেশিক্ষণ তাহাদের আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

'এই ত' আর-একটু—সোজা ওই-যে ওই বাগানটা পেরিয়েই······'

বলিয়া বিলাসী আগে আগে গিয়া বাগানে ঢুকিল। ঘনবিন্যস্ত আম আর জাম গাছের সারি, তাহারই মাঝখান

দিয়া সরু একটি চলিবার পথ। শুকনো ঝরা পাতার উপর পা পড়িতেই মচ্ মচ্ করিয়া শব্দ হয়, আর তাহারা আগাইয়া চলে। আকাশে অগণিত নক্ষত্র, কোথাও এতটুকু আলো নাই। বিলাসী পথের মাঝখানে থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে কিছু বুঝিতে না পারিয়া মুংরা একেবারে তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেই বিলাসী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, 'একি! তুমি রাতকানা নাকি?'

মুংরা বলিল, 'না, অন্ধকারে কিছু ঠিক-ঠাহর হচ্ছে না।'

বিলাসী বলিল, 'তাহ'লে ফেরবার সময় কি হবে? আমায় দাঁড়িয়ে দিতে হবে নাকি?'

'না আমি একাই আসতে পারব।'

'হ্যাঁ, একা আসতে পারলে আর আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে না!'

বলিয়াই বিলাসী আবার হাসিল।

মুংরা হাসিয়া বলিল, 'চল্, না এইখানে দাঁড়িয়ে রইবি?'

বিলাসী চলিতে আরম্ভ করিল এবং বাগানের ওপারে গিয়াই যে ধাওড়াটা পাওয়া গেল, তাহারই একপ্রান্তে ছোট্ট একটি আলাদা মাটির ঘরের তালা খুলিয়া বিলাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। মুংরা চলিয়া যাইতেছিল, বিলাসী

বলিল, 'যেয়োনা তুমি শোনো, একবার বাড়ীটাই দেখে যাও না!'

মুংরা তাহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দিব্যি পরিপাটিভাবে চমৎকার সাজানো তাহার ঘরখানি। দেখিলে সামান্য একটা খাদে-খাটা কামিনের বাড়ী বলিয়া মনে হয় না। ঘরের সুমুখে ছোট একটি বাগান। অন্ধকারে ভাল দেখিতে না পাওয়া গেলেও বুঝিতে পারা যায়।

মুংরাকে বসিতে বলিয়া বিলাসী বলিল, 'আমার বাড়ীতে নতুন কেউ এলে তাকে আমি অম্‌নি ছেড়ে দিই না। বোসো।'

বলিয়া বিলাসী একটা বিলাতী মদের বোতল আর দুইটি কাঁচের গ্লাস বাহির করিল।

বিলাতী মদ!—সেই যে-মদ হারাধন তাহাদের খাওয়াইয়া ছিল—সেই মদ!

মুংরা বলিল, 'বাঃ, এ তুই পেলি কোথা বল্‌ দেখি?' এই বলিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বললি তুর? আমি ভুলে গেলাম।'

বিলাসী হাসিয়া বলিল, 'নাম জেনে কি হবে? তুমি খাও না।'

গেলাসের উপর মদ ঢালিয়া দিয়া বিলাসী বলিল, 'আমার নাম মুংরী। তুমি মুংরা, আর আমি মুংরী, কেমন?'

বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার পর এমনি একগ্লাস একগ্লাস করিয়া খাইতে খাইতে মুংরার নেশা ধরিয়া গেল। ডাকিল,' এই! এই!'

বিলাসী হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমার নাম কি 'এই?' কেন আমার নাম নেই?'

মুংরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম?'

বিলাসী বলিল, 'ওই যে বললাম, আমার নাম মুংরী।'

'ধেৎ! আমার নাম মুংরা আর তুর নাম মুংরী? ধেৎ!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। আমি যে তোমাকে বিয়ে করব।'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া, মুংরা বলিল, 'উহুঁ, টুম্‌নি রাগ করবেক্। উঁহু,—উ-সব হবেক্ নাই।'

এই বলিয়া সে বিলাসীর দিকে চোখ মিট্ মিট্ করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পর বলিল, 'সত্যি? সত্যি তুই আমাকে বিয়ে করবি?'

কোনও জবাব না দিয়া বিলাসী তাহাকে আরও খানিকটা মদ খাওয়াইয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, বিলাসী ও মুংরা দু'জনেই দু'জনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

বিলাসী তাহাকে একটি চুম্বন করিয়া বলিল, 'টুমনিকে তাহ'লে ছেড়ে দিবি ত?'

নেশার ঝোঁকেই মুংরা বলিতে লাগিল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই—

টুমনিকে ছেড়ে দেবো। টুমনি তার বাপের কাছে চলে যাবেক্। বাস্, আমি তোকে বিয়ে করব।'

'এই কথাই ঠিক ত?'

'হ্যাঁ, ঠিক্।'

এমন সময় দরজার বাহিরে কে যেন ডাকিল, 'মুংরা!'

টুম্‌নির গলার আওয়াজ!

মুংরা উঠিতে যাইতেছিল, বিলাসী বলিল, 'থামো! তোমায় ধরে ধরে নিয়ে যেতে হবে।'

বলিয়া নিজেই ঘরের বাহিরে গিয়া বলিল, 'কে? টুম্‌নি? আয় ভাই, দ্যাখ্ তোর মুংরা কি করেছে! তোর মদটুকু বসে বসে ও ভাই নিজেই খেলে। ওকে ধরে' ধরে' নিয়ে যা।'

টুমনি ঘরে ঢুকিয়া মুংরাকে বলিল, 'ওঠ্, খুব হয়েছে। চল্—ধাওড়ায় চল্।'

মুংরা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কে? টুমনি? চল্।—এই! এ কি বলছে জানিস্? বলছে আমার নাম মুংরী। আমি মুংরা, আর ও মুংরী!'

বলিয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসিতে হাসিতে অন্ধকারে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল। পিছন হইতে বিলাসী তাহার লণ্ঠনটি টুমনির হাতে দিয়া বলিল, 'লণ্ঠন নিয়ে যা!'

টুমনি লণ্ঠন হাতে লইয়া আগাইয়া চলিল। মুংরা কখনও পশ্চাতে, কখনও পাশে। মাটিতে পা তাহার ঠিক সমান তালে কিছুতেই পড়িতেছিল না।

তেমনি টলিতে টলিতে অস্পষ্টকণ্ঠে মুংরা বলিল, 'আর হাঁ, শোন্ টুমনি, তোকে ত' বিয়ে আমি করব নাই। তুই তোর বাপের কাছে চলে যাবি। বাস্, তখন এই—এই মেয়েটার·· মেয়েটার নাম কি টুমনি?'

টুমনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। চোখ দুইটা তখন তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে জল এত কম যে, ওই লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায় না।

টুমনি বলিল, 'কেনে, আমি আমার বাবার কাছে চলে যাব কেনে? এ আবার কি-রকম কথা মুংরা?'

মুংরার তখন খুব নেশা ধরিয়াছে।—'কেনে যাবি না?—আলবাৎ যাবি। হ্যাঁ, যাবি—যাবি।'

জড়িতকণ্ঠে কথাগুলা বলিয়া সে টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, টুমনি হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। নিজের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ তখন আর সে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

বলিল, 'কেনে, মুংরা, তুই আজ এ রকম কথা বলছিস্ কেনে? কি হলো তোর বল্ দেখি? খুব বেশি নেশা হয়েছে? কেনে এত খেলি মুংরা?'

এই বলিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সে তাহার মুখখানি বার-বার দেখিতে লাগিল। সেই আলোতে দেখা গেল, তাহার নিজের চোখের তুই কোণ বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে, আর নেশার ঝোঁকে মুংরার চোখ তুইটা তখন বন্ধ।

মাতালের চোখে আলোর ছটা বড় বিশ্রী লাগিতেছিল বলিয়া হাতের ইসারায় লণ্ঠনটা তাহাকে সে মুখের কাছ হইতে নামাইতে বলিয়া টুমনিকে 'ধেৎ!' বলিয়া একবার ধম্‌কাইয়া দিল।

আচম্‌কা ধমক্ খাইয়া টুমনি চমকিয়া উঠিয়া লণ্ঠনটা ধীরে ধীরে নামাইয়া লইল। টুমনি জিজ্ঞাসা করিল, 'বিলাসীকে খুব তোর ভাল লাগলো মুংরা? আমার চেয়েও?'

বিলাসীর নামটা এতক্ষণ মুংরার মনে পড়িতেছিল না, এইবার সে নেশার ঝোঁকেই বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ, বিলাসী! বিলাসী! বেশ নাম। খাসা মেয়ে!—তোর বাবার আমি পায়ে ধরেছিলাম, তুর জন্যে সর্দ্দারের কাছে আমি...যা-যাঃ তার কথা আর বলিস না! বেইমান! কি বলেছিল জানিস? তোর

বাবা বলেছিল,—তোর ঘর নাই, দুয়ার নাই, বাবা নাই, মা নাই, ক্ষেত নাই, খামার নাই, তোর সঙ্গে টুমনির বিয়ে দিব নাই। বাস্! না দিলি ত' বাস, আমার বয়েই গেল।'

টুমনি তখন কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'কিন্তু আমি ত' বাবার কথা শুনি নাই মুংরা! আমি ত' চলে এসেছি তোর সঙ্গে।'

'হুঁ, তা এসেছিস্ ত' কি হবে? আবার চলে যাবি। আমি বিয়ে করব--কি বললি ওই—ওর নাম? কি বললি?'

ঘাড় নাড়িয়া টুমনি বলিল, 'জানি না।'

'জানিস্ না?'

'না!'

'বল্ বলছি!'

'না বলব না।'

'তবে ভাগ্! আমি একাই যেতে পারব।'

এই বলিয়া তাহাকে সে এমনি জোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল যে, সে মাটিতে পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার পর আবার যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, লণ্ঠনের কাঁচটা ভাঙ্গিয়াছে, লণ্ঠনটাও নিবিয়া গেছে, অন্ধকারে টলিতে টলিতে মুংরা যে কতদূর আগাইয়াছে কিছুই বুঝিবার যো নাই।

টুমনি তাহার সেই কান্নাকাতর করুণকণ্ঠে অন্ধকার বাগানের মধ্যে বারে বারে ডাকিতে লাগিল ঃ

'মুংরা! মুংরা!'

মুংরা টলিতে টলিতে গাছের গায়ে ধাক্কা খাইতে খাইতে তখন আগাইয়া চলিয়াছে।

বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিতেই আলো দেখা গেল। টম্‌নি ছুটিয়া ছুটিয়া আবার মুংরার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'ও-দিকে নয়, এই দিকে! মরতে কোথায় মদ গিলেছ এক ভাঁড়···ভাঁড়টা কোথায়?'

মুংরা একবার তাহার হাত দুইটা দেখিল। দেখিয়া বলিল, 'কে জানে। তাহ'লে হয়ত' ফেলে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। চল্।'

'না আমি সেই ওর কাছে যাব।'

'না ওর কাছে যেতে পাবি না! ও তোর ইয়ে হয় খাল-ভরা! চল্ বলছি, নইলে এই আমি তোর পায়ে মাথা ঠুকে মরব এইখানে।'

এমনি করিয়া কথা কাটাকাটি করিতে করিতে দু'জনেই কোনরকমে তাহাদের নিজেদের ধাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু পৌঁছিয়াই দেখে, দরজার কাছে তাহাদের গ্রামের যে কয়েকজন সাঁওতাল এখানে আসিয়াছে তাহাদের জনকয়েককে

সঙ্গে লইয়া টুমনির বাবা মাত্‌লা-সর্দ্দার বসিয়া আছে। চোখ দুটা বড় বড়, টাঙ্গির মত ইয়া লম্বা গোঁফ, পাকা চুলের বাব্‌রি কাঁধ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, হাতে একটা মোটা লাঠি।

মুংরা ও টুমনিকে আসিতে দেখিয়াই মাত্‌লা-সর্দ্দার ডাকিল, 'টুমনি!'

টুমনি তাহার বাবাকে দেখিয়াই মুংরাকে ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'বাবা!'

বলিয়াই সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিল।

কিন্তু আদরিণী কন্যার সে সস্নেহ আলিঙ্গন পিতা তাহার প্রত্যাখ্যান করিল। হাত দিয়া তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সর্দ্দার বলিল, 'না।'

— ৪ —

দেখা গেল, মুংরা শুইয়া আছে, আর শুইয়া শুইয়া মাত্‌লা-সর্দ্দারকে যা-তা বলিয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া গালাগালি দিতেছে।

'আমার ক্ষেত নাই খামার নাই, মা নাই, বাবা নাই, বিটির বিয়ে আমার সঙ্গে দিবি না, না? না দিলি ত' আমার বয়েই গেল। বুড়ো হয়েছিস, বেঁচে থেকে তোর আর লাভ কি! তুই মর্।'

ধাওড়ার বাহিরের চালায় মাত্‌লা-সর্দ্দার তখন তাহার গ্রামের সেই লোকগুলিকে লইয়া বসিয়া বসিয়া বোধহয় টুম্‌নির কথাই বলিতেছিল, মুংরার কথাগুলা হঠাৎ তাহার কানে যাইতেই বলিয়া উঠিল, 'কি বলছে টুম্‌নি? ও কি বলছে কি?'

টুম্‌নি বলিল, 'কিছু না বাবা, কিছু বলে নাই। খুব জ্বর হয়েছে তাই জ্বরের ঘোরে যা-তা ভুল বকছে।'

বলিয়াই সে মুংরার মুখে হাত চাপা দিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল, 'চুপ্ কর্, চুপ্ কর্ মুংরা, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, চুপ্ কর্!'

বলিতে বলিতে সে তাহার মুখে মুখ দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ঘুমো!'

পরদিন সকালে দেখা গেল, সিদ্ধেশ্বরী ধাওড়ার উঠানে জংলী সাঁওতালদের মজ্‌লিস বসিয়াছে। মজ্‌লিস তেমন বিরাট কিছু নয়। কয়েকজন মাত্র লোক বোধ করি টুম্‌নি ও মুংরার সম্বন্ধেই কথা কহিতেছিল। মাঝখানে মোটা সেই লাঠিখানি হাতে লইয়া বসিয়া আছে মাত্‌লা সর্দ্দার।

মাত্‌লা বলিল, 'তা বেশ ত'! ভালবাসা হয়েছে, কেউ কাহুকে ছাড়্‌বেক্ নাই, তা' কি আমি বারণ করছি নাকি? এই শুধু আমি বলছি যে ই'খানে কেনে, আমার ক্ষেত খামার জমি-জায়গা দেখাশোনা করুক্ আর থাক্ আর থাকুক্,—আমাদের ওইখানেই চলুক্—সেই পাহাড়তলীতে।'

কে একজন বলিয়া উঠিল, 'হাঁ ঠিক কথা। সদ্দার যা বলেছে তা ঠিক্। আমরা ইখানে এসেছি, আমাদের কিছু

নাঁই, আর ওদের মেলা আছে, ওরা কেনে ইখানে থাক্‌বেক্ বল্!'

টুমনি বাহির হইয়া আসিল। বলিল :

'আমরা যদি না যাই।'

মাত্‌লা-সর্দ্দার মুখ ফিরাইয়া বলিল :

'যাবি না?'

টুম্‌নি বলিল, 'না। কেনে যাব? মুংরা একদিন তুর পায়ে ধরেছিল বাবা, আমি ত' সব জানি।'

সর্দ্দার বলিল, 'আমার সে কথা ত' রইলো নাই টুম্‌নি, তুরা ইখানে চলে এলি। বেশ হলো মা, ইবারে চল্। তুই ছাড়া আমার—'

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না। অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'মুংরা কোথা?'

টুম্‌নি বলিল, 'খাদে গেল খাট্‌তে।'

সর্দ্দার বলিল, 'ও, বুঝেছি। তাহ'লে তোরা যাবি না বল্!'

টুম্‌নি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'বেশ, তাহ'লে আমি চললাম।' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

টুম্‌নি বলিল, 'বেশ ত', যা কেনে।'

'যাব?'

'হ্যাঁ, একশ' বার যা।'

'কিন্তু ছাখ্‌ টুম্‌নি—' বলিয়া সর্দ্দার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'একদিন না একদিন তোকে যেতেই হবেক্‌। কিন্তু তখন আর তোদের জায়গা আমি দিবো নাই। এই আমি বলে রাখলাম।'

টুম্‌নি বলিল, 'মুংরা আর গেলেই ত তোর কাছে! মুংরাকে তুই যা-তা বলেছিস্‌ বাবা, মুংরা আর কিছুতেই যাবেক্‌ নাই।'

'আচ্ছা বেশ, গেলে কুকুর লেলিয়ে দেবো। জানব আমার কেউ নাই। টুম্‌নি-মেয়েটা আমার মরে' গেইছে।'

-- এই বলিয়াই সে পিছন ফিরিল। মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে অতি কষ্টে কথাগুলা উচ্চারণ করিয়াছে, বিশেষ করিয়া ওই শেষের কথাটা।

টুম্‌নিও পিছু পিছু তাহার সঙ্গে গেল। বলিল, 'বাবা শোন্‌!'

সর্দ্দার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

টুম্‌নি বলিল, 'আমার মা নাই বলেই ই-কথা তুই আজ বলতে পারলি বাবা, মা বেঁচে থাকলে বলতিস্‌?'

বলিতে বলিতে কান্নার ধমকে ঠোঁট দুইটি তাহার থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সর্দ্দার বলিল, 'তুর মা বেঁচে থাক্‌লে তুইও কি আজ তাকে

ফেলে এম্‌নি করে' থাকতে পারতিস্‌ টুম্‌নি? আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস্‌ মা, আর ক'টা দিনই-বা বাঁচব! আচ্ছা থাক্‌ তুই এইখানে, সুখে যদি থাকিস্‌ মা, আমি কিচ্ছু বলব না।'

এই বলিয়া সজলচক্ষে সে তাহার কন্যার কাছে বিদায় লইয়া গেল।

— ৫ —

আবার সেই কল-কারখানা আর কয়লার খাদ, আবার সেই মুংরা বিলাসী, আর টুমনি মুংরা…

দিনের বেলা সারাদিন খাদের নীচে ডিনামাইট্ ফুটাইয়া কয়লা ঝাড়িয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মুংরা যখন উপরে উঠিয়া আসে, টুম্‌নি তখন তাহার ডিপোর কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াই রান্না করিতে বসে।

মুংরা হাসিয়া বলে, 'বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, তোর বাপ-মিন্সেকে তুই অম্‌নি করে' তাড়িয়ে দিয়েছিস! বা-রে টুম্‌নি, তুর বুদ্ধি আছে দেখছি।'

টুমনির তখন আর আনন্দ রাখিবার ঠাঁই থাকে না। আহ্লাদে আটখানা হইয়া হাসিয়া তাহার কাছে গিয়া বলে, 'ভাল করেছি? এ্যাঁ? খুব ভাল করেছি, না? কিন্তু গ্যাখ্‌ বিলাসীর কাছে তুই আর যাস্ না মুংরা, বিলাসী ভাল মেয়ে নয়।'

মুংরা বলে, 'না, আর যাব নাই।'

'যাবি না ত? কই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্!'

'করছি।' বলিয়া মুংরা অন্য কথা পাড়িয়া বসে। বলে, "আজকে খাদের নীচে কি হয়েছিল জানিস্ টুম্‌নি? ডিনামাটির পল্‌তেয় আমাকে বললে আগুন লাগাতে। আগুন লাগাঁই মনে হলো, থাকি এইখানে দাঁড়িয়ে, পালাব নাই, দিক আমাকে-সুদ্ধ উড়িয়ে, কিন্তক্ তুর কথা মনে হতেই ছুটে চলে গেলাম তাড়াতাড়ি, নইলে আজ আর আমাকে দেখতে পেতিস্ নাই।'

টুমনির চোখ দিয়া তখন জল আসিয়া গেছে। বলিল, 'সত্যি? দাঁড়া, কাল থেকে তোকে আর কিছুতেই আমি যেতে দিব নাই। খাদের নীচে শুনেছি অনেক লোক মরে' যায়। বল্—যাবি না কাল থেকে?'

'খাবি কি?'

'খাদের উপরে অনেক কাজ আছে। না থাকে, আমি যা রোজগার করি তাইতেই কষ্ট করে চালাব দিনকতক্।'

মুংরা হাসিল। হাসিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দাঁড়া, মদ আনি, এনে দু'জনে একসঙ্গে বসে বসে খাই।'

বলিয়া সে মদ আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

সেই যে গেল সহজে সে আর ফিরিল না। টুম্‌নি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিল, তাহার পর অধৈর্য্য হইয়া বারকতক ঘর-বার করিবার পর সেদিনের মত বিলাসীর ঘরে

তাহাকে সে আজও খুঁজিতে গেল। দেখিল, বিলাসীর দরজা বন্ধ, সেখানে কেহই নাই। টুম্‌নি মাতাল-শালের দিকে ছুটিল, মাতাল-শালও তখন প্রায় ফাঁকা হইয়া গেছে, যে-কয়জন বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে, টুম্‌নি দেখিল, তাহাদের মধ্যে মুংরা নাই।

মনের দুঃখে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটা পথের বাঁকে আসিতেই ভাঙ্গা একটা ধাওড়া-ঘরের মধ্যে মনে হইল কে যেন বাঁশী বাজাইতেছে। এ বাঁশী মুংরা ছাড়া আর কাহারও নয়। এমন সুন্দর বাঁশী আর কেহ বাজাইতে পারে না। টুম্‌নি তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটিল। গিয়া দেখে, সত্যই তাই। দেখে, ভাঙ্গা একটা ধাওড়া-ঘর। তিন দিকের তিনটা পাঁচিল দাঁড়াইয়া আছে, আর এক দিকের একটা প্রাচীর বর্ষার জলে বোধহয় পড়িয়া গেছে। চারিদিকে অযত্নবর্দ্ধিত আগাছার জঙ্গল। লোকজন বড় একটা কেহ এদিকে আসে না। ডিপো হইতে কয়লা চুরি যায় বলিয়া সাইডিং-লাইনের পাশে প্রকাণ্ড একটা ডিস্‌টেণ্ট সিগ্‌নালের মত লম্বা লোহার থামের মাথায় খুব জোরালো একটা বিজ্‌লী বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। সেই আলোর ছটা বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখে। এই ভাঙ্গা পোড়ো ঘরখানার উপরেও সেই তাহারই আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। স্পষ্ট দেখা গেল, মুংরা বসিয়া বসিয়া কালো রঙের তাহার সেই বাঁশের আড়-বাঁশীটি

বাজাইতেছে, আর তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া বিলাসী শুইয়া আছে। সে দৃশ্য টুম্‌নির অসহ্য হইয়া উঠিল। অসহ্য হইবারই কথা।

কিন্তু সাঁওতালের মেয়ে টুম্‌নি, রাগিলে আর রক্ষা নাই! মুখের বদলে হাত চালাইতেই তখন তাহারা বেশি ভালবাসে। একেবারে ছুটিয়া গিয়া সে বিলাসীর মাথায় মারিল এক চড়! সেই চড় খাইয়াই বিলাসী উঠিয়া বসিল। 'উঃ' বলিয়া তাকাইতেই দেখে—টুম্‌নি। মুংরা তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

মুংরার মুখের পানে ঘন ঘন তাকাইতে তাকাইতে টুম্‌নি তাহার হাতটা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। —'ছাড়্! উঃ! ছেড়ে দে!—না, আমি আর ওকে মারব নাই। ছাড়্! আমি বুঝতে পেরেছি। সব বুঝতে পেরেছি।'

মুংরা ছাড়িয়া দিল।

টুম্‌নি একবার বিলাসীর দিকে একবার মুংরার দিকে জল-ভরা চোখে বড় করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সেই যে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল, আর একটি কথাও বলিল না, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

রাত্রে মুংরা ঠিক ধাওড়ায় ফিরিয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানপাপী নিজে, তাই টুম্‌নির উপর রাগ করিতে সে পারে নাই। টুম্‌নিই বরং রাগে হোক্, অভিমানে হোক্, দুঃখে হোক্, কিম্বা আত্মসম্মানের জন্যই হোক্, কথা সে মুংরার সঙ্গে কয় নাই।

সকালে উঠিয়াই মুংরা কাজে চলিয়া যাইতেছিল।

টুমনি কথা কহিবার জন্য দু'দু'বার নানা ছুতা করিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তবু সে কথা কহিতেছে না দেখিয়া আর সে থাকিতে পারিল না, কাছে গিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কথা কইছিস্ নাই যে? রাগ করেছিস্?'

মুংরা তাহার হাতখানা এক ঝাঁকানি দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, 'যা যাঃ! চেঁচাস্ না গুটেক্! আমি কিসের রাগ করব, রাগ ত' তুইই করেছিস্।'

টুম্‌নি বলিল, 'করেছিই ত! করব নাই? বিলাসী আমার চেয়ে তোকে বেশি ভালবাসে? কই বলুক ত' দেখি বুকে হাত দিয়ে! আমি ছেড়ে দিচ্ছি তোকে, তোরা সুখে থাক্, আমি তাহ'লে......' ঠোঁট দুইটা তাহার কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িল। বলিল, 'আমার কপালে যা আছে তাই হবেক্। আমি তাহ'লে চলেই যাব আমার বাবার কাছে।'

মুংরা বলিল, 'কিন্তুক্ ছিঃ! মারে নাকি মানুষকে অমনি করে! বিলাসীকে তুই মারলি কেনে?'

টুম্‌নি চোখ দুইটা তাহার মুছিয়া লইল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, 'কেনে মারলাম? না যদি ধরতিস্ ত' বোধহয় আরও মারতাম।'

'না না, ছি!'

টুম্‌নি বলিল, 'বা-রে! আমাকে যদি কেউ তুর চোখের সাম্‌নে ধরে' নিয়ে যায় তুই কি করবি শুনি? তাকে ভালবাসবি না মারবি?'

মুংরা চুপ করিয়া রহিল।

টুম্‌নি বলিল, 'বল্!'

মুংরা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'তুই ঠিক উকিল-মুক্তিয়ারের মতন কথা বলিস্ টুমনি, তোর সঙ্গে কে পারবেক্ বল্।'

টুমনি বলিল, 'খাদের নীচে যাস্ না মুংরা, উপরে খাট্‌গা যা। তা না হ'লে আমিও যাব তোর সঙ্গে নীচে খাটতে।'

মেয়েছেলে খাদের নীচে নামিতে পাইবে না—সে নিয়ম তখন হয় নাই।

অথচ মুংরা জানে, খাদের নীচে নামিতে টুম্‌নির ভয়

করে। প্রথমে একদিন মাত্র সে নামিয়াছিল। কিন্তু 'লিফ্ট্-কেজ্' বাহিয়া এত নীচে সেই অন্ধকার পাতালগহ্বরে ঝড়্ ঝড়্ করিয়া নামিয়া যাওয়া, সর্ব্বনাশ! নীচে নামিবামাত্র টুম্‌নি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিতে চাহিয়াছিল।

মুংরা বলিল, 'তুই নামবি নীচে? সেদিন সেই নামতে নামতে কি বলেছিলি?—ওরে বাবারে, আর কক্ষনো নামব নাই, আমাকে তুলে দে। মনে নাই তুর?'

টুম্‌নি বলিল, 'খুব মনে আছে। বাবাঃ, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবু আমি নামব।'

'কেনে?'

'তোকে এত করে' বারণ করছি, যদি না শুনিস্ ত' আমিও নামব। মরি মরব। একসঙ্গেই মরব।'

মুংরা বলিল, 'আচ্ছা যা তুই ডিপুতে খাট্‌গা যা, আমি নাম্‌ব নাই খাদে। দেখি যদি উপরে কোথাও লাগায় ত' সেইখানেই কাজ করব।'

টুম্‌নি বলিল, 'তোর দুটি পায়ে পড়ি মুংরা, নীচে তুই নামিস্ না। আমার ভয় করে। মনে হয় তুই মরে যাবি।'

মুংরা বলিল, 'বেশ ত'। আমি মরলাম ত' তুর তাতে কি বয়ে গেল! তুই আপনার বাবার কাছে চলে যাবি। বাস্!'

টুম্‌নি বলিল, 'হুঁ, তা বলবি বই-কি! তা বেশ, তুই যা বলিস্ মুংরা, তাতে আমার দুঃখু নাই, কিন্তু তুই নীচে নামিস্ না মুংরা, আমার ভয় করে।'

মুংরা বলিল, 'আচ্ছা, নামব নাই, তুই যা।'

— ৬ —

মুখে সে নামিবে না বলিল বটে, কিন্তু কাজে আর তাহা হইয়া উঠিল না। দেখিল, ঠিকাদারের কাছে দাঁড়াইয়া বিলাসী চোখের ইসারা করিতেছে। অর্থাৎ—চল্, আমিও নামছি।

এবং সেই দিন হইতে সে একা নয়, বিলাসীও তাহার সঙ্গে খাদের নীচে নামিতে লাগিল।

পিলার ব্লাস্টিং (pillar blasting) যেদিন বন্ধ থাকে, সাঁওতালেরা সেদিন গাঁইতি দিয়া কয়লার সুড়ঙ্গ কাটে, আর সেই কাটা কয়লা ঝুড়ি বোঝাই করিয়া মেয়েগুলা মাথায় লইয়া ট্রলি-লাইনের উপর টবগাড়ীতে ফেলিয়া দিয়া আসে। একটার পর একটা টবগাড়ী ভর্ত্তি হয়, আর লাইনের উপর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে টবগাড়ীগুলা ঠেলিয়া ঠেলিয়া মেয়েরাই চানকের মুখে লইয়া যায়, তাহার পর ঘন্টিওয়ালা ঘণ্টা মারিতেই উপরের ইঞ্জিন-ঘরে ঘর্ ঘর্ করিয়া ইঞ্জিন চলে, কয়লা বোঝাই টবগাড়ী উপরে উঠিয়া যায়, আবার ফাঁকা টবগাড়ী ঠিক তেমনি করিয়াই উপর হইতে নীচে নামে।

মুংরা কয়লা কাটিতেছিল, বিলাসী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'থামো না একটু! সারা গা ঘেমে যে আকুল হয়ে গেলে।'

গাঁইতি নামাইয়া হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া মুংরা থমকিয়া থামিল। বিলাসীর মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'চল্ একটো চুটি খেয়ে আসি।'

কাছেই যে সাঁওতাল-ছোকরা কাজ করিতেছিল, বিলাসীর গায়ের উপর ছোট একটা কয়লার টুক্‌রা ছুঁড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, 'গাঁইতিটা মুংরার বদলে তুইই ততক্ষণ চালা না!'

বিলাসী হাসিয়া তাহার চোখ-মুখের সে এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'আ-মর্ থাল্‌ভরা!'

চুটি খাইবার জন্য হাসিতে হাসিতে মুংরা তাহাকে দূরের একটা অন্ধকার গ্যালারির মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন।

হাসিতে আনন্দে গানে গল্পে দিন তাহাদের মন্দ কাটে না। বিলাসীর সঙ্গে হাসি-রহস্য অবশ্য সকলেই করে। বিলাসীও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না।

বড় অদ্ভুত মেয়ে এই বিলাসী !

বিধাতা তাহাকে অফুরন্ত যৌবন দিয়া পাঠাইয়াছেন, আর দিয়াছেন অটুট স্বাস্থ্য, গায়ের রং এত সুন্দর যে কয়লার কালিতেও ময়লা হয় না, আর চেহারার কথা ত' বলিয়া কাজ নাই !

ওভারসিয়ার-বাবুও সেই দিক দিয়া পার হইয়া যাইবার সময় একবার থমকিয়া দাঁড়ায়, বিলাসীর পানে একবার তাকাইয়া হাসিয়া তাহার মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা বিলাসীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলে, 'খা।'

আবার কখনও-বা দেখা যায়, ম্যানেজার-সাহেব নিজে খাদে নামিয়াছেন, সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কাজে মন দিয়াছে, বিলাসীর কিন্তু ভয়-ডর নাই, সে যেমন হাসিতেছিল তেমনি হাসিতেছে। ম্যানেজার-সাহেব তাহার কাছে আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এসিটিলিন গ্যাসের সেফ্‌টি ল্যাম্পের আলোটা একবার তাহার মুখের উপর ফেলিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়াই তিনি অন্যত্রে চলিয়া গেলেন। অন্য কেহ কাজ ছাড়িয়া এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলে কি যে তিনি করিতেন বলা যায় না।

বিলাসীকে চিনিতে আর কাহারও বাকি নাই।

তবে এই বিলাসীকে লইয়া মুংরাকে হিংসা করে সকলেই। বলে, 'তোর কপাল ভালো মাইরি !'

বলে আর হাসে।

মুংরা ভাল করিয়া ব্যাপারটা হয়ত বুঝিতে পারে না, বিলাসী তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। হাসিয়া বলে, 'কোথাকার বোকা সাঁওতাল রে! জংলী কি-না! বুঝতে পারলি না কেন বল্‌লে? হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে?'

'কি বললি বিলাসী, সত্যিই আমি বুঝতে পারি নাই।'

'যাক্ আর তোর বুঝে কাজ নেই, চল্।' বলিয়া মুংরাকে বিলাসী অন্যত্রে টানিয়া লইয়া গিয়া কত মজার মজার কথা বলে।

বলে, 'আর ত' এমন করে' থাক্‌তে পারি না মুংরা, আমরা—চল্ পালাই এখান থেকে।'

মুংরা বলে, 'চল্! বিয়ে-থা করে' দুজনে সুখে থাকি।'

বলিতে বলিতে হঠাৎ বোধহয় টুমনির কথা মনে পড়িতেই সে চুপ করিয়া যায়। গম্ভীর ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কি যেন ভাবে।

বিলাসী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

মুংরা বলে, 'হাসছিস্ যে?'

'হাসছি তোর রকম দেখে।'

'আমার অবার কি দেখলি?'

'আমি বুঝতে পেরেছি মুংরা, তুই কি ভাবছিস্ তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কি ভাবছি কই বল্ দেখি ?'

'ভাবছিস্ টুমনির কথা।'

মুংরা তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'ঠিক বলেছিস্ বিলাসী! ওকে নিয়ে আমি কি করি বল্ দেখি? এত করে' বলছি তুই তোর বাপের কাছে চলে যা, তা সে যাবে না কিছুতেই।'

বিলাসী বলিল, 'হ্যাঁঃ, যাবে না! যাবে না ত' থাকবে কার কাছে ?'

দু'জনেই চুপ।

মুংরা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'যদি ও না যায় তাহলে কি করব জানিস্ ?'

'কি করবি ?'

'বিষকাঁড় দিয়ে ওকে মেরেই ফেলব। শেষে যা হয় হবে।'

বিলাসী আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'আবার হাসছিস যে ?'

'মেরে ফেলবি ? পারবি মারতে ?'

'হুঁ, পারব।'

বিলাসী পরামর্শ দিল। বলিল, 'দিনের বেলায় না, রাত্রে। চুপিচুপি। কেউ যেন জানতে না পারে। তার পর আমরা

ধরাধরি করে' লাশটাকে দেবো ফেলে ওই খাদের আগুনে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

টুমনির হঠাৎ সেদিন কেমন যেন সন্দেহ হইল। মুংরা বলে বটে যে, সে আর খাদের নীচে নামে না, কিন্তু খাদের উপরেই বা সে যায় কোথায়?

খাদের উপরে যেখানে যত কুলি-কামিন্ লাগিয়াছে, টুমনি ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদের দেখিয়া বেড়াইতেছিল।

দেখিল, মুংরা কোথাও নাই। বিলাসীও নাই।

তবে তাহারা নিশ্চয়ই নীচে নামিয়াছে।

ইঞ্জিন-ঘরের আড়ালে টুম্নি লুকাইয়া রহিল।

ওদ্দিকে খাদ হইতে তখন একে একে কুলি-কামিনরা উপরে উঠিতেছে। টুমনি তাহার চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া দেখিতে লাগিল—তাহাদের মধ্যে মুংরা আছে কি-না, বিলাসীও আছে কি-না!

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভাল করিয়া কিছু দেখাও যায় না। টুমনি চানকের মুখের দিকে আগাইয়া গেল।

—ওই ওরা নয় ত?

আরও একটুখানি আগাইয়া যাইতেই দেখিল, হ্যাঁ, উহারাই বটে! মুংরা আর বিলাসী! দুজনে পাশাপাশি হাসিতে হাসিতে লিফ্‌ট্‌-কেজ্‌ হইতে নামিয়া চলিয়া যাইতেছে।

টুমনি একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, তাহাদের ডাকিবে কি-না! তাহার পর কি ভাবিয়া কিছুই না বলিয়া সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

অনেক রাত্রি করিয়া মুংরা ধাওড়ায় ফিরিল। এত রাত্রে অন্যদিন সে ফেরে না। কাজের ছুটি হইবামাত্র সে ধাওড়ায় ফিরিয়া মাতাল-শালে মদ আনিতে যায়, মদ আনিয়া টুম্‌নির সঙ্গে বসিয়া বসিয়া খায়, তাহার পর টুম্‌নি রান্না করে।

সেদিন মুংরা আসিল মদ খাইয়া টলিতে টলিতে। আসিয়াই দেখিল, ঘর অন্ধকার। টুমনি উনানও ধরায় নাই, রান্নাও করে নাই, ঘরের মেঝের উপর শুইয়া বোধকরি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মুংরা ডাকিল, 'এই টুম্‌নি, ওঠ্‌!'

টুমনি ঘুমায় নাই। ঘুমাইবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়। তবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বোধ করি একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছিল, মুংরার ডাক শুনিবামাত্র তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

মুংরা এবার তাহার কাছে আসিয়া পা দিয়া তাহার হাতটাকে একটুখানি নাড়িয়া দিয়া বলিল, 'আলো জ্বালিস্ নাই যে টুমনি ? রান্না করেছিস্ ?'

টুমনি তেমনি অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিল, না দিল তাহার কথার জবাব, উঠিয়া বসিয়া না জ্বালিল আলো।

মুংরা এবার রাগিয়াই ডাকিল, 'হেই !'

টুমনি বোধকরি ভয়েই জবাব দিল, 'কি ?'

'অমন করে' পড়ে রইছিস্ যে ? রেঁধেছিস্ ?'

টুমনি বলিল, 'না।'

'না কেনে, খাব নাই ? তুই কি খাবি ?'

টুমনি ভারিগলায় বলিল, 'যেখানে ছিলি এতক্ষণ, সেইখানে খেগে যা।'

তাহার রাগের কারণটা মুংরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। যদিও অনেক আগেই তাহার বুঝা উচিত ছিল।

বিলাসীকে সঙ্গে লইয়া খাদের নীচে সে রোজই নামে, এতদিন

কোনো রকমে লুকাইয়া, না বলিয়া, ফাঁকি দিয়া তাহার চলিয়াছে, এবার বুঝি আর চলে না! টুমনি নিশ্চয়ই টের পাইয়াছে।

মুংরা তাহার শিয়রের কাছে চাপিয়া বসিল। বলিল, 'এই তোর গা ছুঁয়ে কিরা করছি টুমনি, আর আমি খাদে নামব নাই।'

টুমনি সে কথা বোধ হয় বিশ্বাস করিল না।

মুংরা আবার বলিল, 'সত্যি বলছি টুমনি, তুই দেখিস্। বোঙার দিব্যি করে' বলছি।'

এবার কি ভাবিয়া জানি না, টুমনি ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল, দিয়াসালাই ঘসিয়া লণ্ঠন জ্বালিল, তাহার পর মুংরার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'খাবি?'

মুংরা মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'কি খাব? রেঁধেছিস্?'

টুমনি বলিল, 'দিনের ভাত আছে। খাবি ত' বল্—বেড়ে দিই।'

মুংরা বলিল, 'দে।'

কিন্তু ভাত ছিল একজনের মত। মুংরার খাওয়া হইল, আর টুমনি রহিল উপবাসী।

তা থাক্। তাহাতেও তাহার কষ্ট নাই, মুংরা যদি বিলাসীর সঙ্গে খাদের নীচে আর খাটিতে না যায়।

মুংরার সেদিন কি যে হইল কে জানে, নেশার ঝোঁকেই হোক, কিম্বা অন্য কোনও কারণেই হোক, ক্রমাগত শুধু সেই এক কথাই বলিতে লাগিল।—'মাইরি বলছি, খাদের নীচে আর আমি কিছুতেই যাব নাই।'

টুমনি বলিল, 'সত্যি বলছিস্ ত ? না মিছে কথা ?'

মুংরা বলিল, 'মিছে কথা আমাদের বলতে নাই, আমরা সাঁওতাল।'

টুমনি এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া বলিল, 'সাঁওতাল ছিলি একদিন, আজ আর নাই।'

মুংরা বলিল, 'আচ্ছা তবে তুই দেখিস্ কাল থেকে।'

টুমনি চুপ করিয়া রহিল।

'চুপ করে' রইলি যে ?'

'আমি আর কিছুই বলব নাই তোকে।'

— ৭ —

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড, সত্য-সত্যই মুংরা খাদে আর নামিল না। খাদের উপরে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিলে সে যে করিতে পারিত না তাহা নয়, তবে কি জানি কেন, টুমনির অনুরোধ সে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল। পারিল না শুধু একটি অনুরোধ রাখিতে। সে-অনুরোধ বিলাসী সম্পর্কে।

টুমনি যায় ডিপোয় কাজ করিতে, আর মুংরা তাহার ধাওড়া-ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

সময় যখন আর কিছুতেই কাটে না, মুংরা তখন ধীরে-ধীরে উঠিয়া বিলাসীর দরজায় গিয়া দাঁড়ায়। দেখে, বিলাসীও কাজে যায় নাই। বলে: 'তুইও যে খাট্‌তে যাস্ নাই বিলাসী? তোর আবার কি হ'লো?'

বিলাসী হাসিয়া বলে, 'হবে আবার কি? আমার ত' কিছুই হয়নি।'

মুংরা জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে গেলি না যে?'

বিলাসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'গিয়েছিলাম কাল, কিন্তু তোকে দেখতে না পেয়ে খাদ থেকে উঠে এলাম। তারপর আর যাই নাই।'

যাই হোক, এমনি করিয়া মুংরাও যায় না, বিলাসীও যায় না। খাটিতে যায় শুধু টুমনি। নিজে সারাদিন খাটিয়া যাহা সে রোজগার করে তাই দিয়াই তাহাদের তুই স্বামী-স্ত্রীর অতি কষ্টে কোনোরকমে দিন চলে। বিলাসীর কেমন করিয়া চলে জানি না। তবে এইটুকুমাত্র জানি যে, বিলাসী খাটিতেও যায় না, অথচ টুমনি খাটিতে গেলে তাহাকে লুকাইয়া মুংরা যখন তাহার কাছে আসিয়া বসে তখন সে ঠিক আগের মতই বোতলে-পোরা ভালো মদ বাহির করে, মুংরাকে খাওয়ায়, নিজেও খায়; সারাদিন ধরিয়া মত্ত অবস্থায় নাচে, গায়, হল্লা করে,—আর ওদিকে বেচারা টুমনি স্বামীকে খাওয়াইবার জন্য সারাদিন ধরিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া মরে।

কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন! ওদিকে বিলাসীরও আর চলে না, এদিকে টুমনিরও কষ্টের সীমা নাই।

মুংরা বলে, 'কেমন ! আর আমাকে বসিয়ে রাখবি টুমনি ?'

টুমনি বলে, 'এখানে মরতে কি জন্যে এলি বল্ ত ? চল্ না, আবার আমরা আমাদের গাঁয়ে চলে যাই।'

মুংরা ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না।'

এ-জায়গাটা ছাড়িয়া সে কিছুতেই যাইবে না। এখানে তাহার বিলাসী আছে।

টুমনি বলে, 'তা হোক্ আমার কষ্ট, তবু তোকে আমি খাদে নামতে দিব নাই।'

এম্‌নি দিনে হঠাৎ সেদিন শুনিতে পাওয়া গেল, খাদের নীচে আগুন বন্ধ করিবার জন্য যে দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে, তাহারই গায়ে একটা ফুটার পথে এমন বিষাক্ত গ্যাস্ বাহির হইতেছে যে, সে ফুটা অবিলম্বে বন্ধ না করিলে খাদের নীচে সমস্ত কাজই বন্ধ হইয়া যাইবে।

কোম্পানীর কাছ হইতে প্রত্যেক কুলিকামিনের কাছে খবর আসিল—'ফায়ার্ ক্লে' (Fire clay) দিয়া যে এই ফুটা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকেই বখশীশ্ দেওয়া হইবে নগদ দশ টাকা।

অথচ জীবন বিপন্ন করিয়া এই মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাসের ফুটা বন্ধ করিতে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

মুংরা বলিল, 'আমি যাব।'

নাকে কাপড় বাঁধিয়া ছুটিয়া গিয়া কাদা দিয়া ফুটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসা বই ত' নয়! বন্ধ করিতে পারিলেই দশ টাকা। মন্দ কি!

টুমনিকে লুকাইয়া বিলাসীকে কিছু না বলিয়া মুংরা খাদে নামিল। অনেকেই তাহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু কিছুতেই সে কাহারও কথা শুনিল না।

এদিকে কেমন করিয়া না-জানি কথাটা টুম্‌নির কানে গিয়া পৌঁছিতে দেরি হইল না। টুমনি তখন ডিপোতে কয়লা বোঝাইএর কাজ করিতেছিল। কথাটা শুনিবামাত্র মাথার ঝুড়িটা সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিল খাদের দিকে। খাদের মুখে তখন বিস্তর লোক।

ইঞ্জিনওয়ালা কিছুতেই টুমনিকে নীচে নামিতে দিবে না। অথচ তাহাকে নামিতেই হইবে। শেষে অতি কষ্টে কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে রাজি করিয়া টুমনি নীচে নামিল।

অন্ধকার পাতালপুরী! গ্যাসের ভয়ে খাদে সেদিন লোকজন বেশি কেহ নামে নাই। দূরে মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া টুমনি সেইদিকে ছুটিল। দু' একটা কাঁথির গায়ে মাথা ঠুকিয়া,

টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে কতবার সাম্‌লাইয়া লইয়া অতিকষ্টে টুমনি ঘটনাস্থলে গিয়া পৌঁছিল। দেখিল, ম্যানেজার-সাহেব নিজে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাক্তারবাবু রহিয়াছেন, কোম্পাস্‌বাবু রহিয়াছেন, আর অদূরে নাকে মুখে একটা কাপড় বাঁধিয়া হাতে মাটির তাল লইয়া ফুটা বন্ধ করিতে যাইবার জন্য বোধকরি প্রস্তুত হইয়াই দাঁড়াইয়া আছে—মুংরা।

টুমনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের পরণের কাপড়খানা চড়্ চড়্ করিয়া দুহাত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া একটা ফালি বাহির করিয়া তাহার নাকে বাঁধিল, তাহার পর হঠাৎ একসময় ছুটিয়া গিয়া মুংরার হাত হইতে মাটির তালটা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া সুমুখের অন্ধকার ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলেই অবাক্ হইয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ম্যানেজার-সাহেব বোধকরি সুমুখে টর্চের আলো ফেলিলেন, আর সেই আলোকে দেখা গেল, টুমনি প্রাণপণে মাটির তাল ফুটার গায়ে লাগাইয়া দিয়া ফুটা বন্ধ করিয়া সেইখানেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে।

মুংরা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'টুমনি! টুমনি!'

— ৮ —

টুমনির নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে মুংরা অগ্রসর হইয়া গিয়া টুমনিকে সেখান হইতে দুই হাত দিয়া তুলিয়া আনিল। বিষাক্ত গ্যাসের মুখ তখন বন্ধ হইয়া গেছে।

টুমনির কীর্ত্তি দেখিয়া ত' সকলেই অবাক্ !

ডাক্তারবাবু কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। কোম্পাসবাবুর হাতে তাঁহার আবশ্যকীয় ঔষধপত্রের ব্যাগ ছিল। যাহা করিবার তিনি তৎক্ষণাৎ করিলেন। বেশি-কিছু করিবার প্রয়োজনও হইল না। টুমনির অচেতন অবস্থা মিনিট-দুইএর মধ্যেই কাটিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু তাহাকে দাঁড়াইতে দিলেন না। ষ্ট্রেচারে শোয়াইয়া তাহাকে উপরে তুলিয়া আনা হইল।

কুঠিতে শুধু টুমনির কথা ছাড়া যেন আর কথা নাই !

—'বাঃ বলিহারি মেয়ে ওই টুমনি ! স্বামীর ওপর ভালবাসা দেখেছ ? তাও ওদের বিয়ে এখনও হয়নি।'

কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল।

—'কিন্তু মুংরা-হতভাগা এমনি পাজি, মেয়েটাকে ভারি কষ্ট দেয়।'

কেহ বলিল, 'ও সাঁওতালের মেয়ে বলে' তাই, অন্য কোনও জাতের মেয়ে হ'লে এতদিন মুংরাকে ছেড়ে ও চলে যেতো।'

আবার কেহ-কেহ বলিতে লাগিল, 'এই নিয়ে এত গোলমাল করছ কেন হে! ভারি ত একতাল মাটি নিয়ে একটা ফুটো বন্ধ করেছে, তার আবার এত কেন

যাই হোক্, এই কাজ করার জন্য কথা ছিল—যে এই ফুটা বন্ধ করিতে পারিবে তাহাকে দেওয়া হইবে দশ টাকা থব্‌শিশ, কিন্তু ম্যানেজার-সাহেব অত্যন্ত খুশী হইয়া দশ টাকার জায়গায় মুংরাকে কাছে ডাকিয়া কুড়ি টাকা দিয়াছেন।

মুংরা বোধকরি তাহাই চাহিতেছিল। টুমনিকে ভাত চড়াইতে বলিয়া নিজে সে মদ আনিতে যাইবার ছল করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিল গিয়া বিলাসীর ঘরে।

কথাটা তখন কাহারও আর শুনিতে বাকি নাই। বিলাসীও শুনিয়াছে। এবং শুধু শুনিয়াছে নয়, টুমনিকে যখন খাদ হইতে ষ্ট্রেচারে শোয়াইয়া তুলিয়া আনা হইল, তখন সে তাহাকে একবার দেখিয়াও আসিয়াছে। মড়ার মত টুমনিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মরিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার যে একবার সন্দেহও হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সে-সন্দেহ তাহার তখনই ভাঙ্গিয়া গেছে।

না ভাঙ্গিলেই বোধকরি ভাল হইত। কারণ—ছুঁড়ি যে সুযোগ বুঝিয়া খুব একটা বাহাদুরী করিয়া বসিয়াছে—সে কথা সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না। এবার বুঝি তাহাকে মুংরার কাছ হইতে সরানো দায়!

মুংরাকে দেখিবামাত্র বিলাসী বলিয়া উঠিল, 'ভারি যে ভালবাসা দেখছি!'

মুংরা ভাবিল বুঝি কথাটা সে তাহাকেই বলিতেছে। বলিল, 'কেনে, এই ত' আমি এসেছি ঠিক, আর, তাছাড়া এই গ্তাখ্—কি এনেছি তোর জন্যে!'

বলিয়া সে তাহার কাপড়ের খুঁট হইতে খুলিয়া দশটা টাকা তাহার কাছে নামাইয়া দিয়া বাকি দশটি টাকা সে তেমনি বাঁধিয়া রাখিল।

বিলাসী এমনি ভাণ করিল যেন টাকার লোভ তাহার

মোটেই নাই। সে তখন ভাবিতেছে অন্য কথা। বলিল, 'তবে আর বোকা সাঁওতাল বলি কেনে তোকে! আমার ওপর ভালবাসার কথা বলিনি, বলছি—তোর ওপর তোর ওই টুমনির ভালবাসা। ছুঁড়ি খুব করলে যাহোক্!'

মুংরা এতক্ষণ পরে কথাটা বুঝিতে পারিল। বলিল, 'হুঁ, তা করলে বটে! কিন্তুক্ আমি ওকে বলি নাই, কিছুই না, এম্‌নি—শুধুশুধুই কোথা থেকে শুনতে পেয়ে—'

কথাটা বিলাসী তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'হাঁ, বলিসনি আবা..! মছে কথা বলছিস কেনে মুংরা, বলেছিলি, নিশ্চয় বলেছিলি।'

মুংরা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মাইরি বলি নাই। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।'

এই বলিয়া সে তাহার গায়ে হাত দিল।

হাতটা তাহার জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া বিলাসী বলিল, 'না আর আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গালতে হবে না। আমার ওপর ত' তোর ভালবাসা খুব!'

মুংরা বলিল, 'বা-রে! ভালবাসি না?'

বিলাসী বলিল, 'ক'জনকে ভালবাসবি রে মুখপোড়া! একসঙ্গে ক'জনকে ভালবাসবি?'

এই বলিয়া উঠিয়া গিয়া বিলাসী একটা গেলাসের উপর মদ

ঢালিল এবং সেই মদের গ্লাসটা মুংরার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল, 'নে, খা !'

আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত গ্লাসের মদটুকু তৎক্ষণাৎ সে খাইয়া ফেলিল। বলিল, 'ভালই হলো। মদ আনতেই যেছিলাম।—কিন্তুক মাইরি বলছি বিলাসী, তুখে আমি ভালবাসি, খুব ভালবাসি।'

বিলাসী এইবার নিজেও খানিকটা মদ খাইয়া লইল, বলিল, 'যাঃ যাঃ, আর বেশি চেঁচাসনি। আমাকে ভালবাসলে টুমনিকে কোন্‌দিন তুই তাড়িয়ে দিতিস্ এখান থেকে।'

মুংরা বলিল, 'দেবো যে! ঠিক দেবো দেখিস্। বলছি ত' কতদিন থেকে, কিন্তুক্ উ যেছে কই!'

বিলাসী বলিল, 'তবে সেদিন অত বাহাদুরী করছিলি কেন? আমাকে শোনাবার জন্যে?'

'কি বাহাদুরী করলাম বিলাসী?'

'থাক্, ভুলে যখন গিয়েছিস্ তখন আর তোর শুনে কাজ নেই।'

'না তুই বল্, তোকে বলতেই হবেক্।'

বিলাসী তখন ধীরে-ধীরে বলিল, 'সেই যে বিষ-ঝাঁড়…না না থাক্, ও-সব কিছু করিস না বাপু, ও-সব ভাল নয়।'

মুংরা বলিল, 'ঠিক বলেছিস বিলাসী, শেষ পর্য্যন্ত আমাকে তাই করতে হবেক্ দেখছি।'

ঘাড় নাড়িয়া বিলাসী বলিল, 'না না ওসব কিছু করিস না মুংরা। শেষকালে বলবি যে এই বিলাসীই আমাকে বলেছিল।'

কি যেন ভাবিতে ভাবিতে মুংরা উঠিয়া দাঁড়াইল। নেশার ঘোরে পা তখন তাহার টলিতেছে। টাকাগুলা তখনও তেম্‌নি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া বলিল, 'টাকা দশটা রাখ্‌!'

বিলাসী জিজ্ঞাসা করিল, 'ক'টাকা পেলি?'

মুংরা বলিল, 'কুড়ি টাকা। এই দশ, আর এই দশ।' বলিয়া নিজের কাপড়ের খুঁটটা একবার তাহাকে দেখাইয়া দিল।

বিলাসী বলিল, 'ও দশটাকাও রেখে যা আমার কাছে। নইলে এই নেশার ঝোঁকে পড়বি হয়ত' কোথাও। পড়ে টাকাগুলি হারাবে, তার চেয়ে রেখে যা এইখানে। যখন যা দরকার হবে, নিয়ে যাস্‌।'

মুংরা বলিল, 'রেখে যাব? আচ্ছা তবে এই রইলো। এই ছাখ্‌—এই রাখছি, এই দশ টাকার সঙ্গে আরও দশ টাকা।'

বলিয়া সে তাহার খুট হইতে টাকাকয়টি খুলিয়া সেইখানেই নামাইয়া রাখিল।

৯

টুমনি ভাত রাঁধিয়া মুংরার আসিবার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। মুংরা আসিতেই টুমনি একবার তাহার হাতের দিকে, একবার তাহার অপাদমস্তক বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মদ আন্‌লি নাই ?'

মুংরা তখন নেশায় একেবারে চুর্‌ হইয়া গেছে। বলিল, 'কি বললি ? মদ ? মদ আমি খেয়ে এলাম।'

'তা বেশ করলি। ভাঁড়টা যে নিয়ে গেলি সেটা কই ?'

ভাঁড়টা মুংরা বিলাসীর ওইখানেই ফেলিয়া আসিয়াছে। বলিল, 'ভাঁড়টা ? ভাঁড় ওইখানে রেখে এসেছি বোধ হয়।'

টুমনি বুঝিতে সবই পারিয়াছিল। কোথায় সে গিয়াছিল, কোথায় ভাঁড় ফেলিয়া আসিয়াছে, কোথায় মদ খাইয়াছে, কিছুই আর বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। বলিল, 'হুঁ, বুঝেছি। খাবি ত' বোস, আমি খেতে দিই।'

'আচ্ছা দে তবে, ক্ষিদেও লেগেছে, খেয়ে লিই।' বলিয়া সে খাইতে বসিল।

থালায় ভাত বাড়িয়া টুমনি তাহাকে খাইতে দিল।

মুংরা খাইতেছে, টুমনি বলিল, 'আচ্ছা তোকে এত করে' বারণ করলাম খাদে নাম্‌তে, তবু আজ নামলি কেনে? যদি মরে যেতিস্? আমি একা কি করতাম বল্ দেখি?'

মুংরা বলিল, 'চলে যেতিস্ তোর বাপের কাছে।'

'বাবার কাছে যাব নাই বলে' বাবাকে তেড়ে দিলাম, আবার কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাতাম গিয়ে?'

মুংরা চুপ করিয়া রহিল।

'বল্, চুপ করে' রইলি যে?'

'কি বলব?'

'যা বললাম তার জবাব দে।'

মুংরা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'যা-যাঃ, চেঁচাস্ না বলছি, চুপ করে' থাক্।'

টুমনি বলিল, 'হুঁ, তা থাক্‌ব বই-কি! আচ্ছা, আমি যদি আজ মরে' যেতাম, তা হ'লে কি করতিস তুই?'

এতক্ষণ পরে মুংরা যেন বলিবার মত একটা কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল, 'হুঁ, তুই কেনে নামতে গেলি বল্! কেনে নাম্‌লি খাদের নীচে?'

টুমনি বলিল, 'বা-রে! শুনলাম এই ফুটো বন্ধ করতে গিয়ে কত লোক মরে যায়, আর আমি চুপ করে' বসে থাকব?'

মুংরা তখনও নেশার ঝোঁকে সেই এককথাই বলিতে লাগিল,—'না, তুই কেনে গেলি বল্!'

টুমনি তাহার অবস্থা দেখিয়া ঠোটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিল, হাসিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল, খানিক দুর গিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'কই টাকাগুলা কোথা রাখলি, দে আমাকে, রেখে দিই।'

টাকার কথায় মুংরার রাগ যেন আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, 'আছে, আছে, দিচ্ছি, তুই কোথা যেছিলি, যা না!'

টুমনি বলিল, 'কোথাও যাই নাই, তুই দে টাকা!'

মুংরা বলিল, 'টাকা থাক্-না আমার কাছে।'

টুমনি হাসিল। বলিল, 'আহা, কি আমার টাকা রাখবার লোকটি গো! টাকা তুই রাখবি কি-না! দিয়ে আসবি হয়ত' হোই বিলাসীকে। না না, দে তুই দে, কোথা আছে বল্!'

বলিয়া সে তাহার কোমরের কাপড়ে হাত দিয়া একবার দেখিতে গেল।

মুংরা তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, 'যা, দেবো না। যদি না দিই!'

টুমনি এইবার রাগ করিল। বলিল, 'দিবি না কি-রকম! টাকা ত' তোর নয়, টাকা আমার।'

মুংরা বলিল, 'তোর কি-রকম? তোর টাকা কি হ'লেই

হলো! টাকা আমার। সাহেব আমার হাতে দিয়েছে টাকা। তোর হাতে ত' দেয় নাই।'

টুমনি বলিল, 'বটে রে! আমি তোর জন্যে মরতে গেলাম, আর টাকাক'টি আমার হাতে দিতে তোর মন সরছে নাই! ভাল রে ভাল!'

মুংরা চীৎকার করিয়া উঠিল।—'খবরদার বলছি টুমনি, টাকা টাকা করিস না বলছি, ভাল কাজ হবেক্ নাই।'

'কেনে কি করবি কি শুনি? টাকা তাহ'লে তুই দিয়ে এসেছিস্ বিলাসীকে?'

'দিয়েছি, দিয়েচি। বেশ করেছি।'

টুমনি অবাক্ হইয়া গেল।

খানিক পরে বলিল, 'বটে! টাকা তাহ'লে তুই সত্যিই দিয়ে এসেছিস?'

মুংরা বলিল, 'বেশ করেছি। আমি দেবো।'

টুমনি বলিল, 'ও, ভালমানুষের কাল নয়। আমার টাকা তুই দিবি কি-রকম? না, দিতে তুই পাবি নাই। আমি এই চললাম বিলাসীর কাছকে। টাকা আমি কেড়ে নিয়ে আসব।'

এই বলিয়া টুমনি সত্যই দরজার কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া গেল।

মুংরা হাঁকিল, 'শোন্ টুমনি।'

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া টুমনি বলিল, 'কি বলছিস ?'

মুংরা জোরে-জোরে বলিল, 'যাস্ না বলছি।'

টুমনি বলিল, 'আমি যাব।'

'তবে কই যা দেখি কেমন করে' যাবি।' বলিয়াই সে তাহার ভাতের থালাটা তুলিয়া লইয়া টুমনির মাথা লক্ষ্য করিয়া এম্‌নি ভাবে ছুঁড়িয়া মারিল যে, সেইখানেই সে উঃ বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

দেখা গেল তাহার কপালের খানিকটা কাটিয়া গিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

— ১০ —

মার খাইয়া টুম্‌নি সেইখানেই বসিয়া বসিয়া খানিকটা কাঁদিল। ভাবিয়াছিল, মুংরা হয়ত' খানিক্ পরেই তাহার রাগ ভাঙ্গাইবে। নেশা ছুটিয়া গেলে অনুতাপ ত' করিবেই। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড, অনুতাপ করিয়া রাগ ভাঙ্গানো দূরে থাক্, নেশার ঝোঁকে মুংরা তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। টুম্‌নি মুখ তুলিয়া একবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র। হতভাগা গেল হয়ত' বিলাসীর কাছে।

বিলাসী বলিল, 'আবার এলি যে ?'

'হুঁ এলাম। বোস্, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

বিলাসী বসিল। বলিল, 'কি কথা ?'

মুংরা বলিল, 'আজই আমি বিষ-কাঁড় দিয়ে মেরে ফেলব টুমনিকে। আয় তুই আমার সঙ্গে আয়!'

বিলাসী বলিল, 'আমি নাই-বা গেলাম।'

মুংরা বলিল, 'বা-রে! মরা লাশ্‌টাকে টেনে এনে খাদ-ভস্‌কায় ফেলে দিতে হবেক্‌ ত!'

বিলাসী বলিল, 'না, শোন্‌। দু'জন গেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুই জোয়ান্‌ ব্যাটাছেলে, তুই একাই সব পারবি।'

মুংরা হেঁটমুখে চুপ করিয়া একবার কি যেন ভাবিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না, জানাজানি হয়ে কাজ নাই। আমি একাই পারব।'

এই বলিয়াই সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আবার কি যেন মনে পড়িতেই দরজা হইতে ফিরিয়া আসিল।—'বা-রে! শুধু-হাতে যেছি যে! বিষ-কাঁড়টা সেদিন এইখানে রেখে গেছি। দে!'

বিলাসী তাহার খাটিয়ার নীচে হইতে তীর ধনুক দুইই বাহির করিয়া দিল। বলিল,—'লাশের সঙ্গে সঙ্গে সবই যেন খাদ-ভস্‌কায় ফেলে দিস্‌। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কোথাও কোনও চিহ্ন রাখিস না—বুঝলি?'

কাঁড়্‌-বাঁশ হাতে লইয়া মুংরা টলিতে টলিতে বাহির

হইয়া গেল। আরও খানিক্‌টা মদ গিলিয়া গেল কিনা তাই বা কে জানে!

ধাওড়ায় ফিরিয়া মুংরা দেখিল, দরজার কাছে টুমনিকে যেখানে সে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া গেছে, এখনও সে সেইখানেই রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর বসিয়া নাই, সেইখানেই শুইয়া বোধকরি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ইহাই উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া মুংরা তাহার বাঁশের ধনুকে বিষ-কাঁড়টা আট্‌কাইয়া লইয়া দরজার বাহিরে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া নিরাপদ একটা জায়গা বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় টুম্‌নি হঠাৎ জাগিয়া উঠিল।

জাগিয়া সে চোখ চাহিয়াই দেখে,—কাঁড়-বাঁশ হাতে লইয়া সুমুখে মুংরা দাঁড়াইয়া।

মুংরা কিন্তু 'এড়াস্‌' বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁড়টা তখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

যাক্‌, কাঁড়টা টুমনির গায়ে না লাগিয়া দূরে একটা কুকুর শুইয়াছিল তাহারই পেটে গিয়া লাগিল। কুকুরটা কাঁই কাঁই করিয়া চীৎকার করিতে করিতে খানিকটা ছুটিয়াই টাল্‌ খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। বুঝা গেল, তাহার সব শেষ হইয়া গেছে।

টুমনি উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা সে তখনও বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

বাহিরে সেই মরা কুকুরটার কাছে গিয়া তাহার পেট হইতে সজোরে তীরটা তুলিয়া লইয়া টুমনি একবার সেটা তাহার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া জ্যোৎস্নার আলোয় ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল।

—হ্যাঁ, বিষ-কাঁড়্ই বটে!

তীরটা হাতে লইয়া একবার সে মুংরার দিকে বড় সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তীরটা সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এইটিই আমার বাকি ছিল।'

বাহিরে জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দরী ধরিত্রী। দূরে আম-বাগানে এবং ছোট ছোট পলাশ-গাছের মাথার উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভাত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া একসঙ্গে একবার কতকগুলা কাক ডাকিয়া উঠিল। কোথায় কোন্ ধাওড়ায় মনে হইল যেন মাদল বাজিতেছে।

টুমনি এক-পা এক-পা করিয়া মুংরার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সজল দুটি চক্ষু তাহার মুংরার মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ। হাত বাড়াইয়া মুংরাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার বুকে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আবার কি ভাবিয়া সে মুংরাকে ছাড়িয়া দিয়া তেম্‌নি কাঁদিতে কাঁদিতেই

তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'নে, আমি এই বুক পেতে দিলাম। মার আমাকে। আমি মরব। মরতেই আমি চাই।'

মুংরার নেশাটা কাটিয়া গেল কিনা কে জানে, হাত হইতে ধনুকটা সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিয়া টুমনির একখানা হাত সে চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'ওঠ! যা—চারটি খেয়ে নিয়ে ঘুমোগে যা!'

টুমনি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না—না, আর না, আর না মুংরা, আমি বুঝতে পেরেছি। মারতে না পারিস আমি নিজে মরব। ছাড়্!'

বলিয়া হাতটা সে তাহার ছাড়াইয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া ধাওড়ার উঠানে গিয়া নামিল।

মুংরা না পারিল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিতে, না পারিল কিছু বলিতে।

টুমনি একবার পিছন ফিরিল। দেখিল, মুংরা কাঠ হইয়া সেইখানেই তেমনি হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

টুমনি ধীরে-ধীরে ধাওড়ার উঠান পার হইয়া জ্যোৎস্নার আলোয় দিবালোকের মত স্পষ্ট পথরেখা ধরিয়া চলিতে-চলিতে সুমুখে আম-বাগানের ভিতর ঢুকিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল কে জানে!

টুমনি সারারাত্রি কোথায় যে রহিল সে-ই জানে, এদিকে দেখা গেল, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধাওড়া-ঘরের দরজায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুংরা কখন্ একসময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সকালে উঠিয়া দেখিল, ঘর তাহার তখনও ফাঁকা। তবে কি টুম্নি আবার তাহার বাপের কাছেই চলিয়া গেল নাকি? কিম্বা হয়ত' মনের দুঃখে কোথাও গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসাও তাহার পক্ষে বিচিত্র কিছুই নয়।

সে যাই হোক্, পরদিন সকালেই মুংরা গেল বিলাসীর কাছে। গিয়াই বলিল, 'দে মদ দে—খাবো।'

বিলাসী বলিল, 'এত সকালে মদ কি হবে? দিয়েছিস নাকি শেষ করে?'

মুংরা বলিল, 'না। শেষ না হোক্, ও একরকম শেষই। বিষ-কাঁড়টা যেম্নি ছাড়তে যাব অম্নি জেগে উঠলো। জেগে উঠে সব দেখতে পেলেক্। দেখতে পেয়েই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বলে গেল, আর আসব নাই। তারপর আর আসেও নাই।'

বিলাসী মদ বাহির করিল। বাহির করিয়া দু'জনেই খাইল।

— ১১ —

মুংরার এখন বাধাবন্ধহারা জীবন। বিলাসীর সঙ্গে তাহার মন্দ কাটে না। তাই বলিয়া টুমনিকে সে যে একেবারে ভুলিয়া গেছে তাহা নয়। মদ খাইলেই তাহার টুমনিকে মনে পড়ে। বিলাসীকেই এক-একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'আচ্ছা বল্ ত' বিলাসী, টুমনি গেল কোথায় ?'

বিলাসীও তখন মদ খাইয়াছে। কিন্তু মদ খাইয়া নেশা হয় সে-অপবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে দিতে পারে নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে মদ চলিয়াছে, বিলাসীর সঙ্গে যাহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, নেশায় তাহারা বুঁদ হইয়া হয়ত গড়াগড়ি দিতেছে, কিন্তু বিলাসী নির্ব্বিকার !

বিলাসী বলিল, 'মদ খেলেই তোর সেই তাকে মনে পড়ে আমি দেখেছি। আমার সঙ্গে তাহ'লে এত 'ভ্যাংরাজী' করতে গেলি কেন বল্ত' ?'

মুংরা একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল, 'না না, তা নয়। তবে কি-না মলো না বাঁচলো,—কোনও খবর ত' পেলাম নাই।'

'টুমনির জন্যে তুই ভাব্‌ছিস্‌, না?' বলিয়া হাতে তাহার একপাত্র মদ ঢালিয়া লইয়া পাত্রটি মুংরার হাতে ধরাইয়া দিয়া আদর করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিলাসী বলিল, 'সে ঠিক তার বাপের কাছে চলে গেছে।'

মুংরাও তাহার মনে মনে যেন তাহাই চাহিতেছিল। মদের পাত্রটা শেষ করিয়া দিয়া বিলাসীর মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'হুঁ তুই ঠিক বলেছিস বিলাসী। কিন্তুক্‌ পথ সে চিন্‌বেক্‌ কেমন করে'? সে অনেক —অনেক দূর বিলাসী, পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, জঙ্গলে বাঘ আছে, ভালুক আছে, সাপ আছে…'

বলিতে বলিতে হঠাৎ কেমন যেন সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। খানিক্‌ থামিয়া সে আবার বলিল, 'সঙ্গে একটি পয়সা নাই, ক্ষিদে পেলে কি যে খাবেক্‌ কে জানে।'

নানারকম করিয়া ভালবাসিয়া হাসিয়া মদ খাওয়াইয়া অন্য কথা বলিয়া টুমনির কথাটাকে বিলাসী চাপা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, 'অমন সুন্দরী জোয়ান

মেয়ে, ওর আবার পয়সার অভাব! তুইও যেমন বোকা, ভেবে ভেবেই মলি!'

মুংরা ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'না—না, তুই জানিস্ না বিলাসী, টুমনি খুব ভাল মেয়ে।'

বিলাসী এইবার একটুখানি চটিয়া উঠিল। বলিল, 'ভাল মেয়ে ত' মরতে, ওকে ছেড়ে দিলি কেন? ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'তো।'

এই বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, মুংরা বলিল, 'তুর জন্যে, মাইরি বলছি, শুধু তুর জন্যে।'

বিলাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'তাহ'লে আমাকে আর কষ্ট দিস্ না মুংরা, বার-বার টুমনির কথা বলে' আমাকে আর কাঁদাস্ না বলছি।'

মুংরা স্পষ্ট দেখিল, বিলাসীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

ইহার উপর আর কথা চলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুংরা বলিল, 'আচ্ছা বেশ তবে লে আর বলব নাই। দে—মদ দে!'

বিলাসী বলিল, 'না, মদ খেলে তুই আবার বলবি।'

মুংরা বলিল, 'না আর কিছুতেই বলব নাই। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।'

বলিয়া সে তাহার গা ছুঁইয়া শপথ করিল।

মানুষ ভোলে যখন—আপনি ভোলে, তখন আর শপথের প্রয়োজন হয় না।

মুংরারও হইল ঠিক তাই।

বিলাসী কি মন্ত্র যে তাহাকে দিল কে জানে, মাস-খানেক পরে দেখা গেল, টুমনির নাম পর্য্যন্ত মুংরা আর মুখে আনে না। এমন-কি মদ্যপান করিলেও না।

বিলাসী ও মুংরা দু'জন একসঙ্গে খাদের নীচে খাটিতে যায়, আবার একসঙ্গে উঠিয়া আসে। এখন আর বলিবার কহিবার কেহ নাই।

কিন্তু মুংরার এখন আবার আর-একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বিলাসীর সঙ্গে খাদের প্রায় সকলেরই ভাব; সকলেই তাহার সঙ্গে হাসিয়া কথা কয়, কাছে পাইলে ফষ্টি-নষ্টি করিতে ছাড়ে না। মুংরা যে আগে ইহা লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়, কিন্তু এখন আর তাহার এ-সব ভালো লাগে না। বিলাসীকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলে, 'ছাখ্ বিলাসী, ওদের সঙ্গে তুই হাসিঠাট্টা করিস্ না। আমার ভাল লাগে না।'

বিলাসী হাসিয়া তাহার মুখের পানে তাকায়। বলে, 'কি করব বল্। ওরা চিরকাল আমার সঙ্গে অমনিই করে, বারণ ত' করতে পারি না!'

মুংরা বলিল, 'কেন পারিস্ না? বারণ তোকে করতে হবেক্। আর নিজে না বলতে পারিস্ ত' বল্ আমাকে, আমি বারণ করে' দেবো।'

বিলাসী হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিল। বলিল, 'খবরদার না। অমন কাজও করিস্ না। তুই কোথাকার বোকা রে!'

মুংরা বলিল, 'বা-রে! তাই বলে' তুর সঙ্গে ওরা যখন তখন...'

বিলাসী বলিল, 'ওরা কারা তা জানিস্ ত? খাদের বড়বাবু, কম্পাসবাবু—ওরা যদি আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে ত' আমি কি রাগ করে' মুখ ফিরিয়ে চলে যাব?—তারপর আমাদের যদি এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়?'

মুংরা বলিল, 'দেয়—দেবে। আমরা দু'জনে চলে যাব অন্য কোথাও।'

বিলাসী বলিল, 'হ্যাঁ, যাওয়া অমনি মুখের কথা কি-না!'

মুংরাকে তখনকার মত বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হইল বটে, কিন্তু ব্যাপারটাকে সে তাহার মনের মধ্যে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না।

খাদের নীচে দু'জনে তাহারা খাটিতে যায়, কিন্তু বিলাসী খাটে এক জায়গায়, মুংরা খাটে অন্য জায়গায়। খাটিবার সময় দু'জনের আজকাল দেখাশোনা প্রায়ই হয় না। কাজ ফেলিয়া মুংরা যদি-বা এক-একদিন বিলাসীর কাছে গিয়া দাঁড়ায় ত' ঠিকাদারবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাবুক তুলিয়া মারিতে আসে। বলে, 'কাজ ফেলে যদি এমনি ক'রে পালিয়ে আসবি ত' হাজ্‌রি কেটে নেবো তোদের দু'জনেরই।'

তখন কি আর করে, বিলাসীর মুখের পানে একবার সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মুংরাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

খাদ হইতে উঠিয়া মুংরা ও বিলাসী যখন একসঙ্গে আসিয়া জুটে তখন মুংরা বলে, 'ঠিকাদার বাবুকে আমি একদিন মেরে ফেলব, বুঝলি বিলাসী?'

বিলাসী সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলে, 'কেন?'

'কেন আবার! আজ দেখলি না, কেমন করে' তেড়ে আমাকে মারতে এলো?'

বিলাসী বলে, 'না না, খবরদার মুংরা, অমন কাজও করিস্ না।'

'না করবে না!' বলিয়া মুংরা আপন মনেই গজ্ গজ্ করিতে থাকে

— ১২ —

দিনের বেলা খাদের নীচে কাজ করিতে গিয়া ত' দেখা-সাক্ষাৎ তাহাদের হয় না,—মুংরা থাকে এক জায়গায় আব বিলাসী থাকে অন্যত্রে। একে ত' ইহারই জন্য মুংরার আফ্-শোষের আর বাকি কিছু নাই, তাহার উপর বিলাসী সেদিন খাদ হইতে উঠিয়া আসিযা মুংরাকে বলিল, 'ন্যাখ্ মুংরা, আমাদের নামে খাদের লোকজন সব যা-তা বলতে আরম্ভ করেছে। আজ থেকে রাত্তির বেলা তুই আপনাব ধাওড়ায গিয়ে শুবি, আমি একাই থাকতে পারব।'

বিলাসীর মুখে এরকম প্রস্তাব শুনিবার জন্য মুংরা প্রস্তুত ছিল না, সে যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, 'কেনে, লোকগুলাকে তুই ত' বলে দিলেই পারিস্ যে আমাদের বিয়ে হবেক্।'

বিলাসী মুখ টিপিয়া একবার হাসিল। বলিল, 'বিয়ে হবে বললে লোকে তা শুনবে কেন রে থাল্-ভরা!'

মুংরা বলিল, 'বেশ তবে বিয়েই আমাদের হোক্ না!'

বিলাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'এখন না। তোকে বলেছি—মাস পাঁচ-ছয় বাদে।'

মুংরা বলিল, 'পাঁচ-ছ' মাস! এত দেরি ?'

বিলাসী বলিল, 'তাতে তোর আর এমন কী আট্‌কাচ্ছে মুংরা? রাত্তির বেলা আমার ঘরে খেয়েদেয়ে শুতে চলে যাবি নিজের ধাওড়া-ঘরে, আর আমি থাকব আমার ঘরে। তা ছাড়া আমরা ত রয়েইছি একসঙ্গে।'

মুংরার ইহাতে আপত্তি করিবার কথা নয়, কিন্তু বিলাসীর স্বভাব-চরিত্রে গত কয়েকদিন হইতে মুংরার কেমন যেন সন্দেহ জাগিয়াছে, কাজেই তাহাকে সে একাঘরে রাত্রিবাস করিবার অনুমতি দিতে রাজি নয়।

মুংরা বলিল, 'আচ্ছা, সে আমি ভেবে দেখব, দাঁড়া।'

এই বলিয়া তখনকার মত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া মুংরা অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল, 'টুমনিকে কাল আমি স্বপন দেখেছি বিলাসী।'

বিলাসী ঈষৎ হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তা ত' দেখবিই। ওকেই ত' তুই ভালবাসিস্, আমাকে ভাল আবার তুই বাস্‌লি কবে!'

মুংরা বলিল, 'ছাখ্ বিলাসী, মিছে কথা আর বলিস্ না।

তুখে ভাল না বাসলে টুম্‌নিকে আমি অমন করে' তাড়াতাম না, তা জানিস্‌ ?'

বিলাসী বলিল, 'হ্যাঁরে হ্যাঁ, তা আমি জানি। ভাল যদি আমাকে বাস্‌তিস্‌ তাহ'লে আমার উপর তোর সন্দেহ হ'তো না।'

'সন্দেহ তোকে আমি আবার করলাম কবে বিলাসী ?'

বিলাসী বলিল, 'আমি সব বুঝতে পারি মুংরা, সব বুঝতে পারি। তা না হ'লে আমি তোকে ধাওড়া-ঘরে শুতে বললাম, তুই বললি, ভেবে দেখব। ভাল যদি বাসতিস্‌ তাহ'লে ও-কথা আর বলতিস্‌ না।'

কিন্তু ভাল বাসিলে যে ও-কথা বলিতে নাই মুংরা তাহা জানে না। বিলাসীর কথা শুনিয়া এখন সে একটুখানি বিপদে পড়িয়া গেল। ভাবিল, হয়ত বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে। বলিল, 'বেশ, আজ থেকে তাহ'লে আমি আমার ধাওড়াতেই শোবো। কিন্তুক্‌ বিয়েটা তাহ'লে আমাদের তাড়াতাড়ি হ'য়ে যাওয়া ভালো।'

বিলাসী বলিল, 'তা হবে। টাকা কিছু হাতে আমাদের জমুক্‌, তার পরেই বিয়ে করব।'

মুংরার খুশী তখন যেন আর ধরে না! বলিল, 'তিন টাকা ত' আমার জমেছে এর মধ্যে, কত চাই বল্‌ দেখি ?'

বিলাসী বলিল, 'সে আমি এর পর হিসেব করে' দেখব, এখন চল্ আজ মাতাল-শালে দু'জনে একটু মদ খেয়ে আসি।'

বলিয়া দু'জনে তাহারা মাতাল-শালের দিকে চলিতে লাগিল।

— ১৩

বিলাসীই প্রথমে মাতালশালে যাইবার কথা তুলিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাতালশালের কাছে গিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না আমি আর ওখানে যাব নাই মুংরা, মদ তুই নিয়ে আয়-গা, আমি এইখানে বসি।'

মুংরা বলিল, 'কেনে?'

'না, ওখানে বহুৎ লোক আছে। আমাদের হু'জনকে একসঙ্গে দেখলে হাসাহাসি করবে।'

'হাসাহাসি কি করলেই হ'লো নাকি! মেরে খুন করে' দেবো না!'

এই বলিয়া মুংরা তাহার বলিষ্ঠ তুই বাহুর সবল মাংস-পেশীগুলা ফুলাইয়া সোজা হইয়া তাহার সুমুখে দাঁড়াইল। দেখিয়া মনে হইল—তা খুন সে হয়ত' দু-একটা লোককে অনায়াসেই করিতে পারে।

এইরকম কথা যখন সে বলে, বিলাসীর তখন মন্দ

লাগে না। খাদের এই এতগুলা মানুষের মধ্যে এই একটা লোককেই শুধু তাহার ঠিক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্যই যদি সে কাহাকেও মারিয়া বসে এই ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়াও থাকে। বিলাসী তাহার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'না, থাক্ মুংরা, তুই আর ওরকম কিছু করিস্ না, তোর পায়ে পড়ি।'

মুংরা বলিল, 'আচ্ছা তা না-হয় করব নাই, কিন্তক উয়াদের সঙ্গে তুর এত ভাব কেনে বল্ দেখি। উয়ারা ভাল লোক ত' লয়।'

বিলাসী বলিল, 'তা আমি কি করব? ওরা নিজেরাই আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলতে আসে, কই আমি ত' বলতে যাই না!'

বিলাসী সেদিন ত' মাতাল-শালে গেলই না, এমন-কি সেইদিন হইতে এম্নি করিয়া প্রায়ই সে তাহাদের এড়াইয়া চলিতে লাগিল। এড়াইয়া চলিতে লাগিল—বিশেষতঃ যখন মুংরা তাহার সঙ্গে থাকে, তখনই। তাহার পর দিনের বেলা খাদের নীচে অন্ধকার পাতালপুরীতে একবার

নামিতে পারিলে তখন আর কে কার! চারিদিকে অন্ধকার কালো কালো কয়লার সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ চলিয়া গেছে, সহসা দেখিলে ভয় হয়। এম্‌নি বিরাট আর এম্‌নি বীভৎস। দিবালোকের প্রবেশ সেখানে নিষেধ, অন্ধকারেব অবাধ রাজত্ব। আর সেই অন্ধকার আছে সব-কিছুকে আড়াল করিয়া।

ঠিকাদারবাবু আজকাল বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই খাদের নীচে মুংরা ও বিলাসীকে একত্রে খাটিতে দেয় না। একজন যায় উত্তরে ত আর একজনকে পাঠায় দক্ষিণে।

মুংরার সেইজন্য কাজে মন আর কিছুতেই বসিতে চায় না। হাতের গাঁইতিখানা দিয়া তাই কয়লার উপর আর তেমন করিয়া চোট্ মারিতে পারে না, দৃঢ়মুষ্টি বারে-বারে শিথিল হইয়া আসে, মনে হয়, এখান হইতে ছুটিয়া পালায়, মনে হয়, কাল হইতে খাদের নীচে কাজ সে আর নিজেও করিবে না, বিলাসীকেও করিতে দিবে না।

একটুখানি ফুরসুৎ পাইলেই মুংরা তাহার হাতের কাজ ফেলিয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে, লোকজনের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া হয়ত-বা কোনোদিন খানিকটা আগাইয়া যায়, কিন্তু পিছন হইতে সর্দ্দারের গলার আওয়াজ পাইয়া আবার তাহাকে কাজের জায়গায় ফিরিয়া আসিতে হয়।

এমনি করিতে করিতে হঠাৎ একদিন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

মুংরা তাহার কাজ ফেলিয়া সেদিনও অমনি বিলাসীর সন্ধানে আগাইয়া গিয়াছে, বেশি দূর তাহাকে যাইতে হইল না, হঠাৎ একটা কাঁথির আড়ালে ফিস্ ফিস্ কথার আওয়াজ শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কান পাতিয়া শুনিল। মনে হইল যেন বিলাসীর গলার আওয়াজ। হাত পা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এক-পা এক-পা করিয়া চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া মুংরা সেই আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া আগাইয়া গেল। নিতান্ত সন্নিকটে গিয়া আবার একবার কান পাতিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। শুনিল :

'না।'

'তবে যে শুনলাম, লোকে বলছে ……'

'বললে কি করব ?'

'কিন্তু ও-বেটা তোর জন্যে একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে।'

মেয়েটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বলিল :

'আগে আগে ওকে আমার সত্যিই ভাল লাগতো, ভারি ভাল লাগতো।'

'আজকাল আর লাগে না ?'

'না।'

'তোদের জাতটাই এমনি নিমকহারাম।'

আবার হাসি!

'কি জানি ভাই, বেশিদিন আমার কাউকেই ভাল লাগে না।'

'আমরা ত' তাহ'লে তোর পর হয়ে গেছি!'

'তা হুঁ, হয়েছ বই-কি!'

'কেন, পয়সাকড়ি পাস্ না আমার কাছে?'

'কেন পাব না? পাই। কিন্তু ধেৎ-তেরি, পয়সা আমার তত ভাল লাগে না।'

'কি ভাল লাগে তাহ'লে?'

'কিছু ভাল লাগে না। মনে হয় এইবার মরণ হলেই যেন বাঁচি।'

'না না ছি! মরবি কেন বিলাসী, মরিস্নি।'

বলিয়া যেই সে তাহাকে আদর করিতে যাইবে, আর অমনি তাহার পিছন দিক হইতে কে যেন ছুটিয়া আসিয়া গলাটা তাহার জাপ্টাইয়া ধরিল।

'কে? কে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই চিনিতে আর বাকি রহিল না। ঠিকাদারবাবু নিজে। কিন্তু তখন তাহার রাগ চড়িয়া গেছে। মুংরা দুই হাত দিয়া প্রাণপণে তাহার গলাটা ধরিয়া পশ্চাতে কয়লার স্তরের গায়ে তাহাকে

সজোরে চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'তোকে আজ আমি মেরেই ফেলব।'

গলার আওয়াজ শুনিয়া ঠিকাদারবাবুও তাহাকে চিনিল। বলিল, 'ছেড়ে দে মুংরা, আমি আর কখনও বিলাসীর সঙ্গে—'

গলা দিয়া কথা তাহার আর বাহির হইল না। মুংরা তখন তাহাকে আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। বলিল, 'না—তোকে আমি অনেকদিন বারণ করেছি।'

ঠিকাদারবাবুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বিলাসী নিজে আগাইয়া আসিল। মুংরার হাতে ধরিয়া বলিল, 'ছাড়্ মুংরা, ছেড়ে দে!'

বিলাসীর কথায় মুংরা ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'আচ্ছা যা ইবারের মতন, কিন্তুক্ আবার যদি তোকে দেখতে পাই ত' এবার আমি ঠিক খুন করে' দেবো দেখিস্।'

ঠিকাদারবাবু সেখান হইতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। বিলাসী বলিল, 'ছি মুংরা, এ কী করলি বল্ দেখি?'

মুংরা বলিল, 'বেশ করলাম, এইবার তোকেও আমি খুন করব।'

বিলাসী সেই অন্ধকার নিস্তব্ধ সুড়ঙ্গ-পথ মুখরিত করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।—'কি বললি, আমাকে খুন করবি?'

খাদের ছুটির পর দেখা গেল, হাজিরার পয়সা লইবার জন্য খাজাঞ্চিবাবুর কাছে কুলিকামিনদের ভিড জমিয়াছে আর তাহারই কাছে একটা চাবুক হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ঠিকাদারবাবু নিজে।

খাজাঞ্চিবাবু নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া পয়সা দিতেছিল। মুংরার নাম ডাকিতেই যেই সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি ঠিকাদারবাবু নিজে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'হাজরি বন্ধ।'

মুংরা ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু পশ্চিমদেশী চাপরাশী একজন তখন তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়াছে।

ঠিকাদারবাবু বলিল, 'চল্ নিয়ে চল্!'

মুংরা বলিল, 'কোথায় নিয়ে যাবি?'

চাপরাশীটা বলিল, 'ম্যানেজার-সায়েবের কাছে।'

ঠিকাদারবাবু বোধকরি ম্যানেজার-সাহেবের কাছে আগেই তাহার নালিশ জানাইয়াছে। মুংরাকে দেখিয়াই ম্যানেজার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করেছিস্ তুই?'

মুংরা বলিল, 'মেরেছি ঠিকাদারবাবুকে।'

'কেন ?'

মুংরা ঠিকাদারবাবুর দিকে ফিরিয়া তাকাইল। বলিল, 'উয়াকেই শুধো কেনে !'

ম্যানেজার আবার বলিলেন, 'তুই বল্।'

মুংরা বলিল, 'বুঝতে পারছিস্ নাই সায়েব ? ওই বিলাসীকে শুধো তাহ'লে।'

সাহেব বিলাসীর দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।

বিলাসীর ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি দেখা দিল।

সাহেব বলিলেন, 'ওই ত বিলাসী বলছে সে কিছুই জানে না।'

মুংরা বলিল, 'জানিস্ না বিলাসী ?'

বিলাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, আমি কি জানি !'

বলিয়াই আবার হাসি !

মুংরা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'জানিস্ না ?'

বিলাসী তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, 'না না, আমি কিছু জানি না। আমি তোকে মারতে বলেছিলাম ?'

'ও।' বলিয়া মুংরা সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'লে তবে কি করবি কর্ সায়েব, আমি মেরেছি।'

সাহেব কিয়ৎক্ষণ হেঁটমুখে কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা যা, নিজে যখন বললি তখন এবারের মত কিছু বললাম না, কিন্তু ক্ষমা চা, হাত

জোড় করে' ঠিকাদারবাবুকে বল্ যে তোর অন্যায় হয়েছে, আর কখনও এমন কাজ করবিনি।'

মুংরা বলিল, 'কেনে সায়েব, আমি ত দোষ কিছু করি নাই!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দোষ করেছিস্ বই-কি!'

ঘাড় নাড়িয়া মুংরা বলিল, 'না সায়েব, উটি মিছে কথা। দোষ করলে আমি উয়ার হাতে কেনে, পায়ে ধরতে পারতাম, কিন্তুক্ বিনিদোষে—ধেৎ, কী যে বলিস্ তুই সায়েব। না না লারব।'

'য্যা তবে যা, ভাগ্ এখান থেকে!' বলিয়া মুংরাকে সাহেব বিদায় করিয়া দিল।

রাত্রে সেদিন মুংরা তাহার এত আদরের বিলাসীর কাছে না গিয়া তাহার নিজের ধাওড়া-ঘরে জাগিয়া বিষ-কাঁড় শানাইতে লাগিল। বিষ-কাঁড় শানাইয়া কি যে করিবে সে-ই জানে।

কিন্তু গভীর রাত্রে দেখা গেল, তীর-ধনুক হাতে লইয়া মুংরা আগাইয়া চলিয়াছে বিলাসীর ঘরের দিকে। বিলাসী তখন পানোন্মত্ত কয়েকজন অতিথিকে লইয়া ঘরের মধ্যে নাচগানে মত্ত হইয়া আছে।

মুংরা তাহার খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ধনুকে তীর লাগাইয়া বিলাসীর দিকে তাক্ করিয়া তীরটা সে ছুঁড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। হাতটা সজোরে টানিয়া একবার ছাড়িয়া দিলেই—বাস, বিলাসীর ইহ জীবনের লীলা-খেলা সবই শেষ হইয়া যায়। ধনুকের ছিলাটা টানিতে গিয়া মুংরার হাতটা কিন্তু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাতের তীর তাহার হাতেই রহিল, কোনো প্রকারেই ছিলাটা টানিয়া সেটা ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

এই হাত দিয়াই এই ধনুকে আর এই তীরে সে বাঘ মারিয়াছে, বিলাসী ত' সামান্য একটা মানুষ! তবু কিসের দুর্ব্বলতা যে তাহাকে পাইয়া বসিল কে জানে, তীর ধনুক আবার তেমনি হাতে লইয়াই চোরের মত মুংরা সেখান হইতে পলায়ন করিতেছিল, জানালার দিকে মুখ ফিরাইতেই হঠাৎ বিলাসীর তাহা চোখে পড়িল। লোকটা সত্যই মুংরা কি-না দেখিবার জন্য বিলাসী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—হ্যাঁ, মুংরাই বটে। কিন্তু হাতে তাহার তীর ধনুক কেন? সর্ব্বনাশ! বিষ-কাঁড়ের কথা মুংরার মুখে সে অনেকবার শুনিয়াছে, আজও সেই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল—টুম্নিকে মারিবার জন্য ওই তীর-ধনুক একদিন সে এইখান হইতেই

লইয়া গিয়াছিল। তবে কি সে তাহাকেই মারিবার জন্য তীর ধনুক লইয়া এই রাত্রির অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? বিলাসীর বুকের ভিতরটা ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ঠিকাদারবাবুর কানে কানে কি যেন বলিতেই যাহারা সেখানে মদ খাইয়া হল্লা করিতেছিল সকলেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মুংরাকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার হাত হইতে তীরধনুক ত' কাড়িয়া লইলই, এমন-কি তাহাকেও সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পাশের ধাওড়ার একটা ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

— ১৪ —

পুলিশ-থানা বেশি দূরে নয়। সেই রাত্রেই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল এবং তাহার পরের দিন প্রভাতে থানার দারোগা কনেষ্টবল ইত্যাদি আসিয়া তীর-ধনুক সমেত মুংরার হাতে হাতকড়া দিয়া তাহাকে হাজতে লইয়া গেল।

পুলিশ-চালানী মোকর্দ্দমা আদালতে উঠিল। ঠিকাদারবাবু সাক্ষী দিলেন, বিলাসী সাক্ষী দিল এবং এমনি আরও কয়েক জনের সাক্ষীর পর মুংরাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তাহার কিছু বলিবার আছে কি-না।

মুংরা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'এই সব অপরাধ তুমি স্বীকার করছ ?'

মুংরা বলিল, 'বুঝতে লারছি। ভাল করে' বল্।'

সরকারী উকিল ব্যাপারটা তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল। জিজ্ঞাসা করিল, ঠিকাদারবাবুকে হত্যা করিবার জন্য অন্ধকার রাত্রে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল কি-না।

মুংরা বলিল, 'না, ঠিকাদারবাবুকে নয়। বিলাসীকে।'

মুংরার তরফে দয়া করিয়া যে উকিল দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি বলিলেন, 'ও সামান্য তীর দিয়ে ত' আর মানুষ মারা যায় না, তাহ'লে ওর খুনের মতলব সত্য নয়।'

মুংরা কিন্তু নিজেই সব গোলমাল করিয়া দিল। হাসিয়া বলিল, 'মানুষ ত' মানুষ, ওই তীর দিয়ে আমি বাঘ মারতে পারি।'

সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুংরা বলিল, 'দেখবি? হাসছিস্ যে?'

দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইলে মুংরা সেই তীর-ধনুক হাতে লইয়া আদালতের প্রাঙ্গনে যে হ্যাংলা কুকুরটা পার হইয়া যাইতেছিল তাহারই দিকে লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া সেইখান হইতেই তীর ছুঁড়িল। তীর গিয়া কুকুরটার পেটে লাগিতেই কুকুরটা খানিকক্ষণ চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। বলিল, 'দেখলি?'

সর্ব্বনাশ!

বিচারে মুংরার জেল হইল দু' বৎসর।

হাসিতে হাসিতে সে জেলে চলিয়া গেল।

*

* *

জেলের এই দুইটা বৎসরের ইতিহাস মুংরার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

জেলে গিয়া প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে শুধু ভাবিয়াছে টুম্‌নির কথা। ভাবিয়াছে বলিলে ভুল বলা হয়। টুমনিকে সে ধ্যান করিয়াছে।—ছি ছি, টুমনিকে এমন করিয়া পরিত্যাগ করা তাহার উচিত হয় নাই! সেই টুমনি—যে টুমনি তাহার আবাল্যের সহচরী, যে তাহার জন্য জীবন দিতে গিয়াছিল—সেই টুমনি। সেই তাহাকেই কি-না সে বিলাসীর মোহে পরিত্যাগ করিয়াছে। বেচারা টুমনি!

মুংরার মনে হয়, জেল হইতে সে পালাইয়া ছুটিয়া টুমনির কাছে গিয়া দাঁড়ায়, তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

টুমনির সঙ্গে একত্রে তাহাদের যে সুখময় দিনগুলি তাহারা অতিবাহিত করিয়াছে সেইসব দিনের কথা তাহার মনে পড়ে। মনে পড়ে, কৈশোর অতিক্রম করিয়া সবে তখন

তাহাদের দেহে-মনে যৌবনেব জোয়াব লাগিয়াছে, সেই সময় একদিন এক 'পিঠে-পরবে'র দিনে টুমনিকে লইয়া সে গভীর জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে পিঠে-পরব। তেজী একটা বলদকে তিন-চার দিন আগে হইতে একটা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া পরবের দিনে তাহার গলায় কতকগুলো পিঠে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা মাদল বাজায়, নাগ্‌রা বাজায়, আর তাহারই শব্দে সচকিত হইয়া বলদটা প্রাণপণে ছুটিতে থাকে। তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোটে—গ্রামের যত অবিবাহিত তরুণ-তরুণী। বলদটা ছুতা মাত্র। আসলে সেইদিন তাহাদের বিবাহের পাত্র-পাত্রী মনোনয়নের দিন। সুমুখে শাল তমাল আর মহুয়ার ঘন জঙ্গল। গ্রামের উত্তর দক্ষিণ দুদিকে দুটা ছোট ছোট পাহাড়—গাছ-পালায় ভর্ত্তি। এই-সব তরুণ-তরুণী—বলদের পিছু ছুটিতে ছুটিতে একবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়া ঢুকিতে পারিলেই বাস্—জোড়ায় জোড়ায় কে যে কোন্‌দিকে চলিয়া যায় তাহার আর কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। টুমনিকে লইয়া মুংরাও অমনি জঙ্গলের ভিতর গিয়া ঢুকিয়াছিল। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার সময় হাসিতে হাসিতে তাহারা দুই জনে পথ চলিতেছে, দেরি করিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মুংরা তাহাকে ভুল পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'এইদিকে চল্।' তাহার পর

দু'জনে তাহারা পাশাপাশি হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতেছে ত' চলিতেছেই! পথ যেন আর ফুরাইতেই চায় না। একে শীতকাল, তায় আবার জঙ্গলের শীত, কাঁপিতে কাঁপিতে টুমনি এক-একবার মুংরাকে তাহার দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে, ধরিয়া আবার চলিতেছে। পূর্ণিমা রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে সেদিন কি যে তাহারা করিত কে জানে। টুমনির সেদিন সে কী হাসি!

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া মজলিসে যখন তাহারা চোরের মত ধীরে-ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, অন্যান্য সকলেরই কথা-বার্ত্তা তখন চুকিয়া গেছে, বাকি শুধু তাহারা দুইজন। টুমনি সর্দ্দারের একমাত্র আদরিণী কন্যা। মুংরার সঙ্গে তাহাকে মানাইয়াছেও চমৎকার। বিবাহে সর্দ্দার মত নিশ্চয়ই দিবে—এই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। কিন্তু সর্দ্দার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। বলিল, 'না। মুংরার ঘর নাই, দুয়ার নাই, ক্ষেত নাই, খাবার নাই, কেউ কোথাও নাই, উয়ার সঙ্গে টুমনির বিয়া হবেক্ নাই।—মুংরা তুঁই পথ ত্থাখ্।'

কিন্তু পিতার সে নিষেধবাক্য টুমনি শোনে নাই। লুকাইয়া চুরি করিয়া সে মুংরার সঙ্গে বারে বারে দেখা করিয়াছে।

মুংরাও সর্দ্দারের হাতে-পায়ে ধরিয়াছে, কতদিন কত

অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু সর্দ্দার অটল, অচল। যে-কথা সে তাহার মুখ দিয়া একবার বাহির করিয়াছে তাহার আর ব্যতিক্রম হইবার জো নাই।

যাইহোক্, ইহাতে ক্ষতি যদি কাহারও কিছু হইয়া থাকে ত' সে সর্দ্দারের। তাহাদের দু'জনের কিছুই হয় নাই। স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস তাহারা এই সেদিন পর্য্যন্ত করিয়াছে।

এইসব কথা জেলে বসিয়া মুংরা ভাবে। এবং এমনি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়াই সে দুইটি বৎসর কোনোরকমে কাটাইয়া দেয়।

দুই বৎসর পরে জেল হইতে মুংরা ছুটি যেদিন পাইল, সেদিন সে প্রথমে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই—কোথায় যাইবে। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ সাঁওতাল-পরগণার দুম্‌কা পর্য্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের গ্রামে যাইতে হইলে দুম্‌কা হইতে অনেকখানি পথ মুংরাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। তা হোক্, মুংরা সেইখানেই যাইবে। কিন্তু টুম্‌নি যদি সেখানে না গিয়া থাকে, যদি সে তাহাদের

গ্রামে গিয়া শোনে—টুমনি এখানে আসে নাই!—টুমনি যেখানে আছে সেইখানেই সে যাইবে। এবং তাহার সন্ধান করিতে গিয়া জীবনের বাকি কয়টা দিন যদি তাহার কাটিয়াও যায় তবু সে তাহাই করিবে।

— ১৫ —

গ্রামে ঢুকিতে মুংরার সাহস হইতেছিল না। তাহাদের সেই আবাল্য-পরিচিত গ্রাম। গ্রামে সে ঢুকিবে কি ঢুকিবে না ভাবিতে ভাবিতে মুংরা আগাইয়া চলিল। সেই পাহাড়, সেই গাছ, সেই পথ! আগে যেমনটি ছিল এখনও ঠিক তেম্‌নিটিই রহিয়াছে। কিন্তু তাহার টুমনি কোথায়? কোথায়ই বা সে যাইবে? আছে নিশ্চয়ই এই গ্রামের মধ্যে। মুংরা ভাবিতে লাগিল—দেখা হইলে কী সে তাহাকে বলিবে, কি বলিয়া ক্ষমা চাহিবে।

এমন সময় দেখিল, একটা লোক সেইদিকেই আসিতেছে। তাহাদেরই গ্রামের লোক বোধ হয়। মুংরা থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখোমুখি দেখা হইতেই মুংরা তাহাকে চিনিল, কিন্তু মুংরাকে সে চিনিতে পারিল না।

মুংরা ডাকিল,—'গারাং!'

'কে?' বলিয়া গারাং তাহার কাছে আসিয়া ভাল করিয়া

মুংরার মুখখানা দেখিয়া বলিল, 'মুংরা ? তুঁই কোথা ছিলি এতদিন ?'

মুংরা সে-কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ রে গারাং, টুমনি কোথা ?'

গারাং বলিল, 'কে ? টুমনি ? ও, সর্দ্দারের বিটি ? সে ত' তুরই সঙ্গে গেইছে, বা-রে !'

'তাবাদে ইখানে আর আসে নাই ?'

গারাং ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কই, না। সর্দ্দার ম'লো, মরবার সময় —আহা, বুড়ো টুম্‌নি টুম্‌নি করেই মলো।'

'সর্দ্দার মরেছে ?'

গারাং আবার একবার তাহার মাথাটা কাৎ করিয়া বলিল, 'হুঁ, মরেছে। গাঁয়ে তুঁই যাবি নাকি ?'

'না আর গাঁয়ে কি জন্তে যাব।'

বলিয়া মুংরা সেই যে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল আর ফিরিয়াও তাকাইল না।

গারাং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ওদিকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুংরা চলিল জঙ্গলের মাঝখান দিয়া—কোথায় চলিল সে-ই জানে, আর এদিকে গারাং আর কোথাও না গিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। গ্রামের একপ্রান্তে সর্দ্দারের বাড়ী। গারাং আসিয়া সেইখানে ঢুকিল। দেখা গেল, ছোট একটি ছেলেকে কোলে লইয়া টুম্‌নি গান গাহিয়া গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেছে।

গারাং তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

টুম্‌নি মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'কি বলছিস্‌?'

গারাং জিজ্ঞাসা করিল, 'বিয়ে তুঁই আমাকে করবি কি না বল্‌! আজ আমি তুর কাছে শেষ কথা জানতে চাই।'

ঘাড় নাড়িয়া টুমনি বলিল, 'এককথা একশোবার বলেছি, আবার ক'বার বলব তুখে? বিয়ে আমি করব নাই, করব নাই, করব নাই। হ'লো?'

গারাং বলিল, 'মুংরা যদি আসে ত' তাকে নিয়ে থাকবি, লয়?'

মুংরার কথায় টুম্‌নি একবার সচকিত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। তাকাইয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না না, আমি তাকেও চাই না, কাউকে চাই না, যা বলছি এখান থেকে—বেরো বলছি, না হ'লে ভাল কাজ হবেক্ নাই।'

গারাং বলিল, 'আচ্ছা মেয়ে বাবা! মেজাজ পাওয়াই দায়। তবে শোন্ টুমনি, তুর মুংরা এসেছে।'

টুম্‌নি কথাটা তাহার বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'এলো ত' আমার কি! যা তুঁই, যা এখান থেকে! আর আসিস্ না আমার কাছে।'

গারাং হাসিতে লাগিল। বলিল, 'কথাটা আমার বিশ্বাস করলি নাই, লয়? সত্যি বলছি টুমনি, মুংরা এসেছে। এসেই আমাকে শুধোছিল টুমনি কুথা? আমি বললম, টুমনি ত' ই-গাঁয়ে আসে নাই, সেই তুর সঙ্গেই গেইছে—'

টুমনি গারাংএর কাছে আগাইয়া গেল। বলিল,— 'তার সঙ্গে আর-কেউ আছে? সুন্দর-পারা একটি মেয়েমানুষ?'

গারাং বলিল, 'না, কই, আর কাহুকে দেখলাম নাই। একাই রইছে।'

'কুথা রইছে দেখ্‌লি?'

'তুঁই ইথানে নাই বলতেই দেখলম ওই পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলের ভিতর কুথা চলে গেল।'

'চলে গেল?' বলিয়া গারাংকে সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

গারাং কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, সেও তাহার পিছু পিছু চলিল। বলিল, 'টুমনি, শোন্!'

টুম্‌নি শুনিল না, সে হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া চলিল।

গারাং দৌড়িয়া গিয়া হাতখানা তাহার চাপিয়া ধরিল। টুমনি . হাতটা তাহার ছাড়াইয়া লইয়া পাহাড়তলীর পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গারাং হাঁকিল, 'টুম্‌নি, ফিরে আয়, ফিরে আয় টুমনি! মিছে কথা। মুংরা আসে নাই।'

কিন্তু টুম্‌নি ফিরিল না।—ছুটিতে ছুটিতে হোঁচট্ খাইয়া একবার পড়িয়া গেল। ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, 'মুংরা!'

ডাকিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সে ছুটিতে লাগিল।—'মুংরা! মুংরা!'

এদিকে গারাং হাঁকিতেছে, 'মুংরা নাই! টুমনি তুঁই ফিরে আয়! ফিরে আয়!'

ওদিকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুংরা তখন একটা গাছের তলায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। তাহার কানে টুম্‌নির ক্ষীণ কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আবার সে ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল।

মাঝপথে দু'জনের মুখোমুখি দেখা! সন্ধ্যা তখনও নামে নাই। পশ্চিম আকাশে সূর্য্যাস্ত হইতেছে। অস্ত সূর্য্যের সেই রক্তিম রশ্মি টুমনির মুখের উপর পড়িতেই মুংরা দেখিল সে কাঁদিতেছে।

টুম্‌নির চোখের জল মুছাইয়া দিয়া মুংরা বলিল :

'কাঁদিস্ না টুম্‌নি, কাঁদিস্ না।'

'কাঁদব না? আমাকে কত দুঃখু দিলি বল্ দেখি?' বলিয়া টুম্‌নি তাহার মুখের পানে বড় করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল। বলিল, 'তুর এমন চেহারা হ'লো কেনে মুংরা? —বিলাসীকে ছেড়ে এলি যে?'

মুংরা রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'বিলাসীর নাম করিস না আমার কাছে টুমনি। বিলাসী বেইমান্।'

টুমনি তাহার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিল। হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্, এতদিনে আমাকে তাহ'লে তুর মনে পড়লো।'

এই বলিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাইয়া অস্তমান রক্তিম সূর্য্যের উদ্দেশে সে তাহার হাত দুইটি জোড় করিয়া একটি প্রণাম করিল।

তাহার পর দু'জনে তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা কহিতে কহিতে আসিল টুম্‌নির বাড়ী।

দরজায় একটি ছেলে খেলা করিতেছিল। টুমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

মুংরা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ ছেলে কার?'

টুমনি ঈষৎ হাসিল। সে বড় আনন্দের হাসি!

হাসিয়া ছেলেটিকে মুংরার কাছে আগাইয়া ধরিয়া টমনি বলিল, 'চিনতে পারিস্ না মুংরা? গ্যাখ্ দেখি কার?'

মুংরা হাত বাড়াইতেই ছেলেটা তাহার কোলে গিয়া উঠিল।

তাহারই সন্তান। সতী-লক্ষ্মী টুম্‌নি সাঁওতালের মেয়ে। টুম্‌নি দ্বিচারিণী নয়।

শেষ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

— গ্রন্থাবলী —

নন্দিনী	১॥০	মাটির ঘর	২৲
বধূবরণ	১॥০	বহুবচন	১।০
অনাহূত	১॥০	কয়লা-কুঠি	১।০
ঝড়োহাওয়া	২৲	দিন-মজুর	২৲
বাংলার মেয়ে	২৲	রূপবতী	২৲
মারণ-মন্ত্র	১॥০	আকাশ-কুসুম	১॥০
খরস্রোতা	২৲	অনিবার্য্য	১॥০
নারীমেধ	১॥০	বিজয়িনী	১।০
অতসী	১৸০	গঙ্গা-যমুনা	১৲
বানভাসি	১॥০	ক্রৌঞ্চ-মিথুন	১॥০
পূর্ণচ্ছেদ	১॥০	উদয়াস্ত	১॥০
জোয়ার-ভাঁটা	২॥০	প্রেমের কাহিনী	১৲
ষোলো আনা	১৸০	অরুণোদয়	১।০
রক্তলেখা	১৸০	অভিশাপ	১॥০
মাটির রাজা	১৸০	নারী জন্ম	২৲
ছায়াছবি	১৲	নীহারিকা ওয়াচ্ কোম্পাণী	১।০
লহ প্রণাম	২৲	মহাযুদ্ধের ইতিহাস	২॥০
সতী-অসতী	২৲	অপরাধী	১॥০